** শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ **

ভক্তিসর্বস্বম্

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

প্রকাশক ও মুদ্রক
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী
শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস,
শ্রীহরিদাস নিবাস, কালিয়দহ,
বৃন্দাবন, মথুরা, (উত্তর প্রদেশ)।

প্রকাশন তিথি—
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী বেদান্তরত্ন মহাশয়ের
তিরোভাব তিথি পৌষকৃষ্ণা দ্বিতীয়া।
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৪
২৩।১২।৮০

প্রকাশন সহা

প্রথম সংস্করণ ৩০০

পৃষ্ঠ সংখ্যা ১০০

** শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ **

ভক্তিসর্বস্বম্

অংহঃসংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

শ্রীধাম বৃন্দাবন বাস্তব্যেন ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রি, নব্য
ন্যায়াচার্য্য, কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, মীমাংসা,
বেদান্ত,তর্ক,তর্ক,তর্ক,বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ,
বিদ্যারত্নাদ্যুপাধ্যলঙ্কৃতেন
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রিণা
সম্পাদিতম্।

সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী
শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস,
শ্রীহরিদাস নিবাস, কালিয়দহ,
বৃন্দাবন, মথুরা, (উত্তর প্রদেশ)।
শ্রীচৈতন্যাব্দ-৪৯৪

॥ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ ॥

বিজ্ঞপ্তিঃ

"ভক্তি সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ শ্রীগৌরগদাধরের অনুকম্পায় প্রকাশিত হইল, ইহাতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের—অষ্টক ১-২, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ২-১৪, প্রার্থনা ১৪-৪৫, শ্রীগোবিন্দদাস কৃত পদ—(অভিসার) ৪৫-৪৬, শ্রীযদুনাথদাস বিরচিত—শ্রীমৎ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখা নির্ণয়ামৃত ১-৫, দ্বাদশ নাম ৫-৬, শ্রীসার্ব্বভৌমকৃত—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র ৬-৮, শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু বিরচিত—শ্রীগৌরগদাধরাষ্টক ৮-৯, শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত—শ্রীল রাধাগদাধরাষ্টক ৯ ১১, শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত—শ্রীরাধাগদাধর দশক ১১-১৩, শ্রীস্বরূপ গোস্বামী রচিত—শ্রীরাধাগদাধরাষ্টক—১৩-১৫, শ্রীনয়নানন্দ রচিত—শ্রীল গৌরগদাধর যুগলাষ্টক—১৫-১৮, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী কৃত—শ্রীরাধাগদাধরাষ্টক ১৮-১৯, শ্রী শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীকৃত—শ্রীগদাধরাষ্টক ১৯-২২, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী রচিত—শ্রীগদাধরাষ্টক ২২-২৫, শ্রীপরমানন্দ গোস্বামীকৃত—শ্রীরাধাগদাধরাষ্টক ২৫-২৭, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত—শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গ লীলামৃত (পদ) ২৭-৩১, প্রভুপাদ শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী বেদান্তরত্ন মহোদয়কৃত—শ্রীশ্রীরাধা-মাধব স্তব ৩১-৩২, শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী রচিত—মনঃশিক্ষা ৩৩-৩৬, স্বনিয়ম দশক ৩৭-৪০, শ্রীরূপগোস্বামীকৃত—উপদেশামৃত ৪০-৪৩, শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামীরচিত—উৎকণ্ঠাদশক ৪৩-৪৭, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত—শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী ৪৭-৪৯, সঙ্কলিত হইয়াছে।

অন্যের তৃপ্তিতে তৃপ্ত, অপরের দুঃখে দুঃখী, নিজের সুখে ও দুঃখে উল্লাস ও দুঃখ বর্জ্জিত, স্বেষ্টারাধনতৎপর শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচরবৃন্দ স্বাভাবিক নিরভিমানী হইলেও মানববৃন্দকে সুখী করিবার নিমিত্ত শিক্ষাপ্রদানের চ্ছলে সংপ্রার্থনাত্মিকা দৈন্য বোধিনী লালসাময়ী প্রার্থনার প্রবর্ত্তন করেন, ইহার অনুশীলনে মন তৎক্ষণাৎ শ্রীব্রজদেবীর ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং ॥১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪॥

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥

নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৭॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মুখাব্জ-বিগলিতং শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণং ॥

* শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ *

❋ ভক্তি সর্বস্ব ❋

শ্রীশ্রীনরোত্তম প্রভোরষ্টকম্

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষিবক্ত্র চন্দ্রপ্রভা ধ্বস্ত তমোভরায়।
গৌরাঙ্গ দেবানুচরায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥১॥
সঙ্কীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য-দন্তদ্যুতি-দ্যোতিত-দিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারা স্নপিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥২॥
মৃদঙ্গ নাম শ্রুতিমাত্র চঞ্চৎ পদাম্বুজ দ্বন্দ্ব মনোহরায়।
সদ্যঃ সমুদ্যৎ পুলকায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৩॥
গন্ধর্ব্ব গর্ব্ব ক্ষপণ স্বলাস্য বিস্মাপিতাশেষ কৃতি ব্রজায়।
স্বসৃষ্ট গান প্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৪॥
আনন্দ মূর্চ্ছাবনিপাত ভাত ধূলী ভরালঙ্কৃত বিগ্রহায়।
যদ্দর্শনং ভাগ্য ভরেণ তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৫॥
স্থলে স্থলে যস্য কৃপা প্রপাভিঃ কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জন সংহতীনাম্।
নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৬॥
যদ্ভক্তি নিষ্ঠোপল রেখিকেব স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য।
প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্ যদীয়ং তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৭
মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৮

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ বিলাস সিন্ধৌ নিমজ্জতঃ শ্রীল নরোত্তমস্য।
পঠেদ্ যঃ এবাষ্টকমেতদুচ্চৈ রসৌ তদীয়াং পদবীং প্রয়াতি॥৯

কারুণ্যদৃষ্টি শমিতাশ্রিত মস্তকোটী
রম্যাধরোদ্যদতি সুন্দর দন্তকান্তি।
শ্রীমন্নরোত্তম মুখাম্বুজ মন্দহাস্যং
লাস্যং তনোতু হৃদি মে বিতরৎ স্বদাস্যম্ ॥১০॥

রাজন্মৃদঙ্গ করতাল কলাভিরামং
গৌরাঙ্গ গানমধু পানভরাভিরামম্।
শ্রীমন্নরোত্তম পদাম্বুজ মঞ্জু নৃত্যং
ভৃত্যং কৃতার্থয়তু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্ ॥১১॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠকুর বিরচিত স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দো মুঞি সাবধান মনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হনে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি, যে-প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥
জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তিরসভূপ, যুগল-উজ্জ্বলরস তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল দুঃখ শোক, প্রকট কল্পতরু জনু ॥
প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রন্থে সুবেকত, লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাঁহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, যুগল-মধুর-রসাশ্রয় ॥
যুগল-কিশোর-প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম, হেন ধন প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এইধন, সে রতন মোর গলে হারা ॥
ভাগবতশাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম, সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই, এই তত্ত্ব পরম ভজন ॥
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন্ন, নরোত্তম এইতত্ত্ব গাজে ॥১

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিনোক্তম্—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অন্য-অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি, কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব অন্য দেবা, এ ভক্তি পরম কারণ ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া সুসার ॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য-গীতা রাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।

কেবল ভকত-সঙ্গ; প্রেমকথা রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে ॥
যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্যদেবপূজক ধ্যানী,
এই লোক দূরে পরিহরি।
কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি, মদমাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন ॥
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরী, শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন বন্দন ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ ॥
হৃষিকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব অন্যদেবা,
এই ত অনন্যভক্তি কথা।
আর যত উপালম্ব, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহো কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয় ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধু-সঙ্গে হরিকথা
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম, ভক্তিপথে সদা সেই ভঙ্গ ।
কিবা বা করিতে পারে,কাম ক্রোধ সাধকেরে,যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ

ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিবে মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥

আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব, সিংহরবে যেন করিগণ ।
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, যাঁর হয় একান্ত ভজন ॥
না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সদা চিন্তা গোবিন্দ-চরণ।
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, প্রেম-ভক্তি পরম কারণ ॥
অসৎসঙ্গ কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী, অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে,পিরীতি সভাই টানে,ভক্তিপথে পড়য়ে বিপতি ॥
আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত, ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই, হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥

দেবলোক পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ,সাধু সাধু বোলে অনুক্ষণি।
যুগল-ভজন যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা, ত্রিভুবন তাহার নিছনি ॥
পৃথক আবাসযোগে, দুঃখময় বিষভোগ, ব্রজে বাস গোবিন্দ ভজন।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম, ব্রজজন সঙ্গে অনুক্ষণ ॥

সদা সেবা–অভিলাষ, মনে করি বিশ্বাস, সর্ব্বথায় হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তমদাস বোলে, পড়িলুঁ অসৎ-ভোলে, পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥২॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িলুঁ অসৎ-ভোলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে, ওহে নাথ কর পরিত্রাণ
যাবত জনম মোর, অপরাধে হইনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি, মুঞিসম নাহিক অধমা ॥
পতিত পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম, উপেখিলে নাহি মোর গতি
যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি, সত্য সত্য যেন পতি সতী ॥
তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা, শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ, সেবা দিয়া কর অনুচর ॥
কামে মোর হতচিত, নাহি জানে নিজহিত, মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুঁহি বাঞ্ছা-কল্পতরু, করুণা দেখুক সর্ব্বজনা ॥
মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই, "নরোত্তম-পাবন" নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার শ্যাম, নিজদাস কর গিরিধর ॥

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন–সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে ॥৩॥

আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাঙ তথা, তোমার চরণ স্মৃতি সাজে
অবিরত অবিকল, তুয়াগুণে কলকল, গাঙ যেন সতের সমাজে ॥
অন্যব্রত অন্যদান, নাহি করোঁ বস্তুজ্ঞান, অন্যসেবা অন্যদেব পূজা।
হা হা কৃষ্ণ! বলি বলি, বেড়াঙ আনন্দ করি,
মনে মোর নহে যেন দুজা ॥

জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি, দোঁহার পিরীতিরস-সুখে ।
যুগল সঙ্গতি যারা, মোর প্রাণ গলে তারা,এই কথা রহু মোর বুকে ॥
যুগলচরণ সেবা, যুগলচরণ ধ্যেবা, যুগলেতে মনের পিরীতি ।
যুগল-কিশোর-রূপ, কামরতিগণভূপ, মনে রহু ও লীলা-কিরীতি ॥
দশনেতে তৃণ ধরি, হা হা কিশোর কিশোরী, চরণাব্জে নিবেদন করি
ব্রজরাজকুমার শ্যাম, বৃষভানুকুমারী নাম, শ্রীরাধিকা রামা মনোহারী ॥
কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত-কাই, দরপ-দরপ করু চূর ।
নটবর শিরমণি, নটিনীর শিখরিণী, দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর ॥
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেমনীলকান্তিধর, ভাব-ভূষণ করু শোভা ।
নীল-পীত-বাসধর,গৌরীশ্যাম মনোহর, অন্তরের ভাবে দোঁহে লোভা
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়, তছু পায় নরোত্তমদাস ।
নিশি-দিশি গুণ গাঙ,পরম আনন্দ পাঙ,মনে মোর এই অভিলাষ ॥৪
রাগের ভজনপথ, কহি এবে অভিমত, লোকবেদসার এই বাণী ।
সখীর অনুগা হৈঞা,ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা,এই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥
শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত, মুখ্য সখী করিয়ে গণন ।
ললিতা, বিশাখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন ॥
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা এই অষ্টসখী লেখা, এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ ।
ইহা-সভা-সহচরী,প্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম ধরি, প্রেমসেবা করেঅনুক্ষণ ॥
সমস্নেহা বিষমস্নেহা, না করিহ দুই লেহা, কহিমাত্র অধিকস্নেহাগণ ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথা লীলারঙ্গে, নর্ম্মসখী এই সব জন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার, লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী ।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিক-আদি রঙ্গে, প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥

এ সভার অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাঞা, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখীমাঝ ॥
বৃন্দাবনে দুই জন, চারিদিকে সখীগণ, সময়ের সেবা-রসসুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে, তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥
যুগল-চরণ সেবী, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায় ॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেম-ভক্তি অপক্কে সাধনরীতি, ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার ॥
নরোত্তমদাস কহে, এই যেন মোর হয়, অনুরাগে-ব্রজপুরে-বাস।
সখীগণগণনাতে, আমারে গণিবে তাতে, তবহুঁ পূরিব অভিলাষ ॥৫॥

তথাহি:-

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

যুগল-চরণ-প্রতি, পরম-আনন্দ-ততি, রতি প্রেমা হউক পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম, চরণে পড়িয়ে পরানন্দে ॥
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, বিলাস যুগল স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা বই আর নাই, এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্ব-সার ॥
জলদ-সুন্দর-কান্তি, মধুর মধুর ভাঁতি, বৈদগধি-অবধি সুবেশ।
পীতবসনধর, আভরণ মণিবর, ময়ূরচন্দ্রিকা করু কেশ ॥
মৃগমদ-চন্দন, কুঙ্কুম-বিলেপন, মোহন মুরতি ত্রিভঙ্গ।

নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি, মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ ॥
ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি লীলামৃত, লুবধল ব্রজবধূবৃন্দে।
চরণ-কমল-পর, মণিময় নূপুর, নখমণি ঝলমল চন্দ্রে ॥
নূপুর-মুরলী-ধ্বনি, কুলবধূ—মরালিনী, শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতি, কুলের ধরম যায় দূরে ॥
গোবিন্দশরীর নিত্য, তাঁহার সেবক সত্য, বৃন্দাবনভূমি তেজোময়।
তাহাতে যমুনাজল, করে নিত্য ঝলমল, তার তীরে অষ্টকুঞ্জ হয় ॥
শীতল কিরণ কর, কল্পতরু-গুণধর, তরুলতা ষড়্ঋতু-সেবা।
পূর্ণচন্দ্রসমজ্যোতি, চিদানন্দময়মূর্ত্তি, মহালীলা দরশনলোভা ॥
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়, বিহরে মধুর অতি শোভা।
দুঁহ প্রেমে ডগমগি, দুঁহে দোঁহা অনুরাগী, দুঁহু রূপে দুঁহু মন লোভা ॥
ব্রজপুর-বনিতার, চরণ-আশ্রয় সার, কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনিহ উতরোল, রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া ॥
পাপপুণ্যময় দেহী, সকল অনিত্য এহি, ধন জন সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা, না পাও তাহাতে ব্যথা, নিতি কর তবু কার্য্য মন্দ
রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট, দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই, তাঁরে মন সদা কর ভয় ॥
পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন, তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম, পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি, আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে, পরতত্ত্ব কহিল উপায় ॥
অন্যের পরশ যেন, নহে কদাচিত হেন, ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ—নামগান, এই সে পরম ধ্যান, আর না করিহ পরমাণ ॥

কর্ম্মী জ্ঞানী মিশ্র ভক্ত,না হবে তায় অনুরক্ত,শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুরত, এই সে পরমতত্ত্ব ধন ॥
প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা, নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ, পাপগ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, তাতে সব সমর্পণ, শ্রীচরণে বলিহারি যাঙ।
তুয়া নাম শুনিশুনি, ভক্তমুখে পুনিপুনি, পরম আনন্দ সুখ পাঙ ॥
হেমগৌরী-তনুরাই, আঁখি দরশন চাই, রোদন করিব অভিলাষে।
জলধর ঢরঢর, অঙ্গ অতি মনোহর, রূপে গুণে ভুবন প্রকাশে ॥
সখীগণ চারিপাশে,সেবা করে অভিলাষে,পরম সে সেবা-সুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর,ঐছে রসে হঞা ভোর,নরোত্তম সদাই বিহরে ॥৬
রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান,স্বপনে না বোল আন,প্রেম বিনু আর নাহি চাঙ
যুগল কিশোর-প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম,আরতি পিরীতিরসে ধ্যাঙ ॥
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন, প্রেম বিনু এইমত ভক্ত।
চাতক-জলদ-গতি, এমতি একান্ত-রীতি, জানে যেই সেই অনুরক্ত ॥
মরন্দ ভ্রমরা যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,পতিব্রতাজনের যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত প্রেমভক্তি-রীতি ॥
বিষয় গরলময়, তাতে মান' সুখচয়, সে না সুখ, দুঃখ করি মান।
গোবিন্দবিষয় রস, সঙ্গ কর তার দাস, প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট, গুণকে বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ জনে,স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,লৌকিক করিয়া সব জানে
অ-জ্ঞানবিশুদ্ধ যত, নাহি লয় সৎ-মত, অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥

আর সব পরিহরি, পরম নাগর হরি, সেব মন করি প্রেম-আশা।
এক ব্রজপুরঘরে, গোবিন্দ রসিকবরে, করহ সদাই অভিলাষা॥
নরোত্তমদাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে, হেন ভক্তসঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর,মিছাই হইনু ভোর,দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া॥৭॥
বচনের অগোচর, বৃন্দাবন লীলাস্থল, স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যুদুঃখ, কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম, যাঁহার হিল্লোল রস-সিন্ধু।
চকোর-নয়ন-প্রেম, কাম রতি করো ধ্যান, পীরিতি সুখের দুঁহু বন্ধু॥
রাধিকা প্রেয়সীবরা, বামদিগে মনোহরা, কনক-কেশর-কান্তি ধরে।
অনুরাগ রক্ত-শাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী, অঙ্গে অঙ্গে আভরণ পরে॥
করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুঁহু প্রাণ, আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ-বিধি-অগোচর,রতনবেদীর-পর, সেব নিতি কিশোর-কিশোরী॥
দুর্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন, কি লাগিয়া মর ভববন্ধে?
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম,ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি, শ্রীনন্দনন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরকভোগ, সর্ব্বনাশ জনমবিকার॥
দেহে না করিহ আস্থা মন্দরীতে যম শাস্তা, দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিঞা ভজ, সাধুশাস্ত্রমত যজ, যুগল-চরণে কর রতি॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে,কদর্য্য ভক্ষণ করে,তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি,অন্য দেবে বলে পতি,প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান, বৃথা তার সে ছার ভাবনে॥

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক,নাহি জানে ভক্তিযোগ,নানা মতে হইয়া অজ্ঞান
তার কথা নাহি শুনি,পরমার্থতত্ত্ব জানি,প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ ॥
জগৎ-ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী, মধুর মূরতি লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই, তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥
পরম নাগর কৃষ্ণ, তাতে হও অতি তৃষ্ণ, ভজ তারে ব্রজভাব লঞা।
রসিক-ভকত-সঙ্গে, রহিব পিরীতি রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিঞা ॥
শ্রীগুরু ভকতজন, তাঁহার চরণে মন, আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত, হইয়া তাহার যূথ, সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥
লীলারস সদা গান, যুগলকিশোর ধ্যান, প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে এই,আর কিছু নাহি চাই,কহে দীন নরোত্তমদাসে ॥৮॥
আন কথা না শুনিব, আন কথা না বলিব, সকলি করিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা, ইহা বিনু সকলি অনর্থ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত, অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য, ভজ ভজ অনুরাগমনে ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ, পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম, সখী-সঙ্গে ভজ তারে রঙ্গে ॥
প্রেমভক্তিতত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই, আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই, প্রেমভক্তি সখী অনুচরি ॥
সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ অবিরত, স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মন-শুদ্ধি, তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান, নর তনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা, আর যত হৃদয়ের শূল ॥

রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়, তারে মুঞি যাঙ বলিহারি॥
জয় জয় রাধা নাম, বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
তার ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেম-কথা, যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই, না শুনিয়ে যেন তার নাম॥
কৃষ্ণ-নাম গুণে ভাই, রাধিকার-চরণ পাই, রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা, দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ্ব॥
অহঙ্কার অভিমান, অসৎ-সঙ্গ অসৎ-জ্ঞান, ছাড়ি ভজ গুরুপাদ পদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন, গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁরে সেব, প্রেম-কল্পতরু-বরদাতা।
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবন-ধন, অপরূপ এই সব কথা॥
নবদ্বীপে অবতরি, রাধাভাব অঙ্গীকরি, তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি, সঙ্গে লঞা পারিষদগণ॥
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি, সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি,কি ভাবে কাঁদয়ে নিতি,ইহা বুঝে ভকত-সমাজ॥
গোপতে সাধন-সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি, প্রার্থনা করিব দৈন্য সদা।
করি হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিমল মন, ইষ্টলাভ বিনে সব বাধা॥
সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁসে বাঁধি মারে, ফুৎকার করয়ে হরিদাস।
করহ ভকতসঙ্গ, প্রেমকথা রস-রঙ্গ, তবে হয় বিপদ-বিনাশ॥
স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত, মরি যায় কত শত, আপনাকে হও সাবধান।
মুঞি সে বিষয় হত, না ভজিনু হরিপদ, মোর আর নাহি পরিত্রাণ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ, তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুন, তাঁর সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥
আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা, ইহাতে হইবে সাবধান।
না করিহ কেহো রোষ, না লইহ মোর দোষ, প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বলান বাণী।
তাহা কহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্তা ॥

শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই বৃন্দাবন ॥
রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি ॥
রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥১॥

হরি হরি ! কি মোর করম গতিমন্দ।
ব্রজে রাধকৃষ্ণ পদ না সেবিনু তিল আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥
স্বরূপ সনাতনরূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল আধ
কিসে মোর পুরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যে রচিল চৈতন্য চরিত।
গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিলে গলয়ে শিলা
না ডুবিল তাহে মোর চিত ॥
তাঁহার ভক্তের সঙ্গ তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ
তাঁর সঙ্গে কেন নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥২॥

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহে অতি রসময় সকরুণ হৃদয়
অবধান কর নাথ মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র হে গোপী প্রাণবল্লভ
হে কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি।
হেম গৌরী শ্যাম গায় শ্রবণে পরশ পায়
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥

অধম দুর্গতি জনে　　　কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে　　　শরণ লইনু সুখে
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ　　　জয় জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি　　　নরোত্তম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পুরাও মনসাধে॥৩॥

(৪)

হরি হরি! হেনদিন হইবে আমার।
দোঁহ অঙ্গ নিরখিব　　　দোঁহ অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে　　　সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি　　　কর্পূর তাম্বূল ভরি
যোগাইব বদন কমলে॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ　　　সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত পাবন　　　দেহ মোরে এইধন
তুয়াবিনে অন্ত নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু　　　অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া　　　দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

(৫)

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।

মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥
গোলোকের প্রাণধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেন তায়।
সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচী সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হাহা প্রভু নন্দসুত বৃষভানুসুতাযুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
তোমাবিনে কে আছে আমার ॥

(৬)

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশায়ে গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দোঁহার রূপ গুণগান ॥
"রাধিকা" "গোবিন্দ" বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥

এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা॥
সবে মিলি কর দয়া পুরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

(৭)

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দ কন্দ
গোপীকুল প্রিয় দেখ মোরে॥
তুয়াপ্রিয় পদসেবা এইধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণে পরম রস
কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার গতি বিষয়েতে লুব্ধমতি
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনুমন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥
মোবড় অধমজনে কর কৃপা নিরীক্ষণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে॥

(৮)

গোবিন্দ গোপীনাথ ! কৃপা করি রাখ নিজপদে ।
কাম ক্রোধ ছয়জনে লয়ে ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে ।
অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে লয়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বাঁন্ধিয়া ।
দৈব মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি এজনার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে ।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নতুবা পরাণ গেল
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

(৯)

মোর প্রভু মদন গোপাল !
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ তুমি অনাথের নাথ
দয়া কর মুঞি অধমেরে ।
সংসার সাগর ঘোরে পড়িয়াছি কারাগারে
কৃপা ডোরে বান্ধি লহ মোরে ॥

অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে লয়ে ফেল বৃন্দাবনে
বংশী-বট যেন দেখি সুখে॥
কৃপা কর আগু গুরি লহ মোরে কেশে ধরি
শ্রীযমুনা দেহ পদ ছায়া।
অনেক দিনের আশ নহে যেন নৈরাশ
দয়া কর না করিহ মায়া॥
অনিত্য শরীর ধরি আপন আপন করি
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাসে ভনে প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়॥

(১০)

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তি রস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।

বৃন্দাবনে চবু তারা তাহে মোর মন ঘেরা
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

(১১)

নিতাই পদ কমল কোটীচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায় ।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার ।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি ।
নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ভজ নিতাইয়ের চরণ দুখানি ॥
নিতাই চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥

(১২)

ওরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে ডুবি গৃহ বিষকূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥

তাপত্রয় বিষানলে অহর্নিশি হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপু বশ ইন্দ্রিয় হইল গোরা-পদ পাসরিল
বিমুখ হইল হেন ধন॥
হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয়
কায়মনে লওরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হইল পতিত পাবন॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে বান্ধহ হৃদয় মাঝে
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাস কহে গোরা সম কেহ নহে
না ভজিতে দেন প্রেমধন॥

(১৩)

গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।

শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

(১৪)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কে দয়ালু জগত সংসারে ॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোঁসাঞি।
তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

(১৫)

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥

কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥

(১৬)

হরি হরি। বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু, জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি,বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য-চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান, সেই ধামে না কৈনু বসতি
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি, নিরন্তর খেদ উঠে মন।
নরোত্তমদাস কহে, জীবের উচিত নহে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা বিনে॥

(১৭)

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সম্পদ,শুন ভাই হঞা একমনে।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সে-ই কৃষ্ণভক্তি লভে, আর সব মরে অকারণে
বৈষ্ণবচরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত॥

তীর্থজল-পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে,হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,মোর দশা কেন হৈলভঙ্গ॥

(১৮)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি এই নিবেদন, মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার নিধি,তাহে ডুবাইল বিধি,কেশে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম জ্ঞান, সদাই করমপাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ-লেশ,যত দেখি সব ক্লেশ,অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ অভিমান-সহ,আপন আপন স্থানে টানে
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন, সুপথ বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সত-মত, অসতে মজিল চিত, তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়, তরাইয়া লহ নিজপাশ॥

(১৯)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়?
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ—কহেন মম বৈষ্ণব-পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

(২০)

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু—বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিচাশী।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষ-দরশি প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

(২১)

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল, নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥
যজ্ঞ দান তীর্থস্নান, পুন্যকর্ম্ম জপ ধ্যান, অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসত-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইলে শমন॥

শ্রুতি স্মৃতি সদা হয়, শুনিয়াছি এই হয়, হরিপদ অভয়-শরণ ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে, না করিনু সে রূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু পায়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে যাউক বাসনা ।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সঁপিনু আপনা ॥

(২২)

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো ।
এইরূপে ব্রজের পথে কবে চলিব গো ॥
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হ'ব গোপিকার নূপুর,
তাদের চরণে মধুর মধুর বাজিব গো ।
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা,
তাঁদের চরণের ধূলা মাখিব গো ॥
রাধাকৃষ্ণে রূপমাধুরী, হেরিব দু'নয়ন ভরি,
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রহিব গো ।
তোমরা সব ব্রজবাসী, পুরাও মনের অভিলাষ-ই,
কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো ॥
এই দেহ অন্তিমকালে, রাখিব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধা শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ভাসিব গো ।
কহে নরোত্তম দাস, না পূরিল অভিলাষ,
কবে আর ব্রজবাস করিব গো ॥

(২৩)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব ।
এ ভব-সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥

সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন, সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা, কান্দিয়া বেড়াইব উভরায়॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈঞা, ডাকিব হা রাধানাথ! বলি
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি॥
আর কবে এমন হ'ব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা, পড়িয়া রহিব তার ছায়॥
কবে গোবর্দ্ধন-গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, কহে দীন নরোত্তমদাস॥

(২৪)

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবনধামে, এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে, একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি, মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃতসমান হেন, কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি কুতূহলে, শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশবনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে, আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন, আশা করে যুগল চরণ॥

(২৫)

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া, তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয়॥

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা-অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥
শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি,বৃন্দাবনে কুলি কুলি,কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥
দেখিব সঙ্কেতস্থানে, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা ! প্রাণেশ্বরি ! কাঁহা গিরিবরধারি !
কাঁহা নাথ ! বলিয়া ডাকিব ॥
মাধবীকুঞ্জেরোপরি, সুখে বসি শুকশারী, গাহিবেক রাধাকৃষ্ণরস।
তরুমূলে বসি তাহা শুনি জুড়াইবে হিয়া, কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ, দেখিব রতনসিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্লভ আশ, এমতি হইবে কত দিনে ॥

(২৬)

হরি হরি ! কবে হব বৃন্দাবনবাসী। নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥
নরোত্তমদাস কহে করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

(২৭)

আর কি এমন দশা হব। সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥

আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি। দেখিব নয়নযুগ-ভরি ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াব পরাণ ॥
আর কবে যমুনার জলে। মজ্জনে হইব নিরমলে ॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তমদাস করে আশ ॥

(২৮)

রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে-মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখো রাত্রিদিনে ॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাহে হঙ ভোর ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেবোঁ নিরবধি। তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি ॥
শ্রীরতিমঞ্জরি দেবী! মোরে কর দয়া অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ছায়া ॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবী! কর অবধান। অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগলবিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

(২৯)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥
শ্যামগৌরী-অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বূলে ॥

ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস॥

(৩০)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
কেলি-কৌতুকরঙ্গে করিব সেবন॥
ললিতা-বিশাখা-সনে, যতেক সখীরগণে, মণ্ডলী করিব দোঁহা মেলি।
রাইকানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, নিরখি গোঙাব কুতূহলী॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন-গিরিবরে, রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়, অনুক্ষণ চরণসেবনে॥

(৩১)

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল, রাইকানু করিবে শয়নে।
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল-চরণে॥
কনক-সম্পুট করি, কর্পূর চন্দন তাম্বূল পুরি, যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতন-নূপুর আনি, পরাইব চরণযুগলে॥
কনক-কটোরা পুরি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দুজনার গায়।
মল্লিকা মালতী যুথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোঁহার গলায়॥
সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডে জল পুরি, দোঁহাকার অঙ্গেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে, চামরের বাতাস করিব॥
দোঁহার কমল-আঁখি, পুলক হইয়া দেখি, দুঁহুপদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ, নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে॥

(৩২)

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।

কবে বৃষভানুপুরে, আহীরীগোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার কবে, এ-পাণি-গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ, সেবন করিব তার পায় ॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা, আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা, সেবী দুঁহার যুগল-চরণ ॥

বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে, দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুঁহু চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নির্দ্দেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব, হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তমদাস ভনে, প্রিয়নর্ম্মসখীগণে, কবে দাসী করিবে আমায় ॥

(৩৩)

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হ'ব।

ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে বা প্রকৃতি হ'ব, দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব ॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নবগুঞ্জাহারে বেড়া, নানা-ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী-সঙ্গে, বদনে তাম্বূল দিব আর ॥

দুঁহু-রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি, নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন জরি আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেণী, তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥
সে না রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি, এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তমদাস ॥

(৩৪)

প্রাণেশ্বরী ! এইবার করুণা কর মোরে।

দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি, এইজন নিবেদন করে॥
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবাকাজে, নিজ পদপঙ্কজে, প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ, কৌষিক-বসন নানা-রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হও তাঁর, অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি, কর্পূরবাসিত গুয়া-পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ-মালতী-মালা, ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এ সব আনিয়া করে, যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়, দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে॥

(৩৫)

অরুণ-কমল-দলে, শেজ বিছাইব, বসাইব কিশোরকিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ, পঙ্কজ মনোহর, মরকতশ্যাম হেমগৌরী॥

প্রাণেশ্বরি ! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।

আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর, শুনব বচন দুঁহু মিঠি॥
মৃগমদ-তিলক, সিন্দূর বনায়ব, লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথি মালতীফুল, হার পহিরাওব, ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে॥
ললিতা আমারে কবে, বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটাব দুঁহু কলেবর, হেরব পরম আনন্দে॥
নরোত্তমদাস, আশ পদপঙ্কজ, সেবন-মাধুরী-পানে।
হোওয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন, দুঁহুজন হেরব নয়ানে॥

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে, পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়-সহচরি-সঙ্গে গাইয়া যাইবে রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে ॥

হরি হরি ! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি, অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী ॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার।
চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব, হেরব মুখ সুধাকর ॥
নীল-পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে ॥
কুসুম-কমলদলে, শেজ বিছাইব, শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, শরমিত দুঁহুক শরীরে ॥
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি, যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধরসুধারসে, তাম্বুল সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই-দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দান ॥

(৩৭)

হরি হরি। কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত-ঘরে, রাইকানু করাব শয়ন ॥
ভৃঙ্গারের জলে, রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব, মুছাব আপন চিকুরে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পুরি, যোগাইব দুঁহুক অধরে ॥

প্রিয়-সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, চরণ সেবিব নিজকরে।
দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব, দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে॥
মল্লিকা মালতী যূথী,নানা ফুলে মালা গাঁথি,কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দোঁহাকার গায়॥
আর কবে এমন হব, দুঁহুমুখ নিরখিব, লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥

(৩৮)

হরি হরি! কবে নাকি হেন দশা হবে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
আপনা বলিয়া আজ্ঞা দিবে॥
বৃষভানু কিশোরী, তার প্রিয় সহচরি,
সেহি যূথে হইবে গমন।
নিকুঞ্জ কুটীর বনে, মিলাইব দুই জনে,
প্রেমানন্দে করিব সেবন॥
শ্রীরূপমঞ্জরী কবে, সেবায় যুকতি দিবে,
সময় বুঝিয়া অনুমানে।
লীলা-পরিশ্রম জানি, অগুরু-চন্দন আনি,
লেপন করিব দুইজনে॥
মালা গাঁথি নানা ফুলে, পরাইব দুহুঁ গলে,
সদা করি চামর ব্যজনে।
কনক-সম্পুট করি, তাম্বুল কর্পূর ভরি,
যোগাইব দুহার বদনে॥

শ্রীচৈতন্য শচীসুত, মোর প্রভু লোকনাথ,
যদি দাস করে রাঙ্গা পায়।
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র তার দাস,
নরোত্তম সঙ্গ সেবা চায় ॥

(৩৯)

হরি হরি! কত দিনে হেন দশা হব।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, শ্রীমণিমঞ্জরী রঙ্গে,
শ্রীরূপের অনুগা হইব ॥
সুশীতল বৃন্দাবন, রত্নবেদী সুশোভন,
তাহে মণিময় সিংহাসন।
হেম-নীল-কান্তিধর, রাইকানু সুন্দর,
তাহে বসাইব দুইজন ॥
সখীর আদেশ হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদ-মুখে।
আনন্দিত হ'ব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
দুহাঁর পিরীতি রসসুখে ॥
মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
পরাইব দুঁহার গলায়ে।
রসের আলস-কালে, বসিয়া চরণ তলে,
সেবন করিব দুঁহার পায়ে ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি, জীবনে মরণে গতি,
ইহা বিনে আর নাহি মনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ, স্বরূপ-রূপ-সনাতন
নরোত্তম এহি নিবেদনে ॥

(৪০)

প্রভু হে ! এইবার করহ করুণা ।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি, এই মোর মনের কামনা ॥
নিজপদ-সেবা দিবা, নাহি মোর উপেখিবা, দুঁহু পঁহু করুণাসাগর ।
দুঁহু বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্য মানো মুই বড় পতিত পামর ॥
ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা, প্রিয়-সখী-সঙ্গে হয় মনে
দুঁহু দাতা-শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি, নিকটে চরণ দিবে দানে
পাব রাধাকৃষ্ণ—পা, ঘুচিবে মনের ঘা, দূরে যাবে এ সব বিকল ।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, দেহ প্রাণ সকল সফল ॥

(৪১)

হরি হরি ! কি মোর করম অনুরত ।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি, কিসে আর তরিবার পথ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর ।
শুনিতাম সে-সব-কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা, তবে ভাল হইত অন্তর ॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়ানগরে অবতার ।
তখন, না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥
হরিদাস-আদি বুলে, মহোৎসব-আদি করে, না হেরিনু সে সুখবিলাস
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

(৪২)

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন ।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম্ ।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ, সেই মোর ধরম করম ॥

অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি, নিরখিব এ দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়শশী, প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি, চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু ! কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া, নরোত্তম লইল শরণ ॥

(৪৩)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন। শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার ! সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার

শ্রীরূপের কৃপা যেন আমাপ্রতি হয়।
সে-পদ আশ্রয় যার সে-ই মহাশয় ॥

প্রভু লোকনাথে কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত—নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

(৪৪)

'এই নব দাসি' বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসি হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জাকার্য্য করহ ত্বরায় ॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞা বলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে ॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া ॥

দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

(৪৫)

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুন কহিবেন আমা পানে চাঞা ॥
সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥

(৪৬)

হা হা প্রভু লোকনাথ! রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে—হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥
এ তিন-সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজপদতলে দেহ ঠাঞি ॥

রাধাকৃষ্ণলীলাগুণ গাও রাত্রিদিনে ।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥

(৪৭)

লোকনাথ প্রভু! তুমি দয়া কর মোরে ।
রাধাকৃষ্ণচরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে ॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে ।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখিগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো তাঁহার চরণে ।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি! কৃপাদৃষ্টে চাঞা ।
তাপি-নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা ॥

(৪৮)

হা হা প্রভু! কর দয়া করুণা তোমার ।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥
কবে হেন দশা হবে—সখীসঙ্গ পাব ।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব ॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব ।
অগুরুচন্দনগন্ধ দোঁহ-অঙ্গে দিব ॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব ।
সিন্দুর-তিলক কবে দোঁহাকে পরাব ॥

বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে ।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে ।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে ॥

(৪৯)

হরি হরি! কবে হেন দশা হবে মোর ।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে । শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ ।
তোমদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি-পূর্ণ যাতে হয় । সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি ।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত-দাসি ॥

(৫০)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা । অধম-পতিতজনে না করিহ ঘৃণা ॥
এ-তিন-সংসারমাঝে তুয়া-পদ সার ।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে ।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান ।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥

তুমি ত দয়াল প্রভু! চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

(৫১)

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া, নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥

হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে, সুখময় যমুনাপুলিন॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া, সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি, হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

(৫২)

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম—খাওয়াব পান-গুয়া।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

(৫৩)

গোরা-পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু আপন-করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস ॥

বিষয়-বিষমবিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কাঁন্দিল মন। মনুষ্য দুর্লভ জন্ম গেল অকারণ ॥

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥

(৫৪)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি-ধাম, রতনমন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক-কমল ॥

তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে, শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা।
ও-রূপ-লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি, হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

(৫৫)

কদম্বতরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল, ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ॥

রাইকানু বিলাসই রঙ্গে।

কিবা রূপ-লাবনি, বৈদগধ-খনি ধনি, মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥

রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর, মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল-বরিষণ, কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্রকরে সুশীতল, মণিময়-বেদীর উপরে।
রাইকানু করযোড়ী, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, পরশে পুলকে তনু ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু, অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
হাস-বিলাস রস, সরল মধুর ভাষ, নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ, লোচনমোহন লীলা করু ॥

(৫৬)

হেদেহে নাগরবর, শুন ওহে মুরলীধর, নিবেদন করি তুয়া-পায়।
চরণ-নখর-মণি, যেন চাঁদের গাঁথনি, ভাল শোভে আমার গলায় ॥

শ্রীদাম-সুদাম সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রইল তুয়া-পানে চেয়ে ॥
চাই নবীন-মেঘ-পানে, তুয়া বঁধু! পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু! গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ॥
মণি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশ ॥

নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা-পায় ।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমার ॥
নরোত্তমদাসে কয়, তোমার উচিত হয়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া ।
যে দিন তোমার ভাবে, আমার এ দেহ যাবে,
সেই দিনে দিও পদছায়া ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা সমাপ্ত ॥

অভিসার

কানড়া

শরদ চন্দ পবনমন্দ, বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ।
কুল্লমল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণী ॥
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি ।
মুরলীগান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত্ত চোরণী ॥
শুনত গোপী প্রেমরোপী,
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপী ।
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল লোলনী ॥

বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ।
বাঁহে রঞ্জিত কঙ্কণ এক
এক কুণ্ডল ডোলণী॥
শিথিল ছন্দ নাবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ।
খসত বসন রসন চোলী
গলিত বেণী লোলনী॥
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ নাহেরী।
ঐছনে মিলিল গোকুলচন্দ
গোবিন্দ দাস বোলনী॥

কালড়া

বন্দে শ্রীবৃষভানু সুতাপদং
কঞ্জ নয়ন লোচন সুখ সম্পদং
কমলান্বিত সুভগ রেখাঙ্কিতং
ললিতাদিক কর যাবক রঞ্জিতং
রস বিলাস নটন রস পণ্ডিতং
নখর মুকুরজিত কোটি সুধাকরং
মাধব হৃদয় চকোর মনোহরং॥

বরাড়ী

(বর্ত্ম রোধনং)

নকুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং। মাগবলোক্য সতীমশরণ্যাং॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগং। করবাণ্যাধুনা ভাস্করযাগং॥
ন রচয় গোকুলবীর বিলম্বং। বিদধে বিধুমুখ বিনতি কদম্বং॥
রহসি বিভেমি বিলোলদৃগন্তং বীক্ষ্য সনাতন দেব ভবন্তং॥

শ্রীশ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শাখানির্ণয়ামৃতম্

বৃন্দারণ্যপুরন্দরং নব নব প্রেমাভিলাষাস্পদম্,
তীর্থন্যাসবিলাসপূরপরমং পাণ্ডিত্যসারাকরম্ ॥
গুঞ্জং কুঞ্জপুরীনিতান্তসদনং রাসাদিলীলাযুতম্,
বন্দে গৌরগদাধরং প্রভুবরং প্রেম্নাকিশোরং যুগম্ ॥
শাখারূপান্ পণ্ডিতস্য পরানন্দবিলাসিনঃ ।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তান্ বন্দে লীলাযুতান্তরান্ ॥
শিষ্যোপশিষ্যাঃ কেচিচ্চ তথা কেচনচাশ্রিতাঃ ।
প্রভোঃ সান্নিধ্যভাগিত্বাৎ সর্ব্বে শাখাইবাভবন্ ॥
ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বলবিলাসিনং ।
স্ব স্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ ॥
শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতং ।
প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসকম্ ॥
বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকং ।
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী ॥
শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারিমহাশয়ং ।
পরমানন্দসন্দোহং বন্দেভক্ত্যা মুদাকরং ॥
বন্দেঽ নন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্যসংগকং ।
লীলা নন্তাদ্ভুতময়ং গৌরপ্রেম্নো হি ভাজনম্ ॥
মহাভাব চমৎকাররূপান্বিতং স্বভাবজং ।
রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্ ॥
বন্দে শ্রীনয়নানন্দমিশ্রং প্রেমসুধার্ণবং । গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈকভাজনম্ ॥
গঙ্গামন্ত্রিনমীড়েঽহং সেবাসৌখ্যবিলাসিনম্ ।
নামপ্রেম প্রকাশার্থং স্বধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ ॥
যঃ প্রেম্না গৌরচন্দ্রেন পরিবারগণৈঃ সহ ।
উৎকলে ভাষিতোমামুস্তং বন্দে মামুঠাকুরম্ ॥

লীলাকলাপসংযুক্তং রাধাকৃষ্ণরসাত্মকম্।
শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্ ॥
গোস্বামিনং চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্।
সদামহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্ ॥
ভূগর্ভসঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্। সদা রাধাকৃষ্ণ লীলাগানমণ্ডিতমানসম্ ॥
ভক্তসংঘট্টভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাজিতম্।
ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথ মহাশয়ম্ ॥
কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দদায়িনম্। বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগানযুতান্তরম্ ॥
বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদ্গুণাশ্রয়ম্।
কৃষ্ণসেবাপরিপাটী যস্থৈর্যেন সুসেবিতা ॥
অতিদীনজনে পূর্ণপ্রেমবিত্তপ্রদায়কম্। শ্রীমদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণশালিনম্ ॥
যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য প্রেমপোষকম্।
জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥
বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতিবিশ্রুতম্।
দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ দেশে শ্রীনামমঙ্গলম্ ॥
হরিদাসাচার্য্যবর্য্যং বঙ্গদেশনিবাসিনম্।
বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা সোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃত ॥
বন্দে গোপালদাসাখ্যং সাদিপুরনিবাসিনম্।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্ ॥
ব্রহ্মচারিণমীড়েতং কৃষ্ণদাসমহাশয়ম্। উজ্জ্বলাক্তধিয়ং শান্তং বৃন্দাকাননবাসিনম্ ॥
পুষ্পগোপালনামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্।
স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ ॥
বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেমবিনোদিনম্।
গৌরপ্রেম্না মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্ ॥
বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দমহাশয়ম্। যন্নাম শ্রবণেনৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ ॥
ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয়বিগ্রহম্।
মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্ ॥
বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্।
সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চপুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্ ॥

অমোঘ পণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্।
প্রেম গদ্গদ সান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্॥
হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্তকলেবরম্।
নমামি পরয়া ভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্॥
চৈতন্যবল্লভং নামবন্দে প্রেমরসালয়ম্। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভিলাষিণম্॥
যদুনাথচক্রবর্ত্তিলীলাভাগবতাভিধম্।
প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্॥
মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্তকলেবরম্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্॥
শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দনামকং। রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনম্॥
আচার্য্যং মাধবং বন্দে কৃষ্ণভক্তিরসালয়ং।
কৃতং যেন প্রযত্নেন গ্রন্থঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলম্॥
বন্দে গোপালদাসাখ্যং প্রেমভক্তিরসাশ্রয়ম্॥
মধু স্নেহসমাযুক্তং প্রেমাসক্তং মহাশয়ম্।
বৃন্দাবনে বাসরতং বন্দে শ্রীমধুপণ্ডিতম্॥
পৌর্ণমাসী পৃথু প্রেমপাত্রং শ্রীচন্দ্রশেখরম্।
অপারকরুণাপূরপৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞকম্॥
উৎকলে চৈব ত্রৈলঙ্গে কীর্ত্তির্যস্য বিরাজিতা।
প্রেমবন্যাযুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতম্॥
অশেষ সদ্গুণৈর্যুক্তং মহাসৌম্যকলেবরম্।
মহারসাত্মকং বন্দে শ্রীদামোদরপণ্ডিতম্॥
শিখাসূত্রপরিত্যাগাৎ স্বরূপং যং বিদুর্বুধাঃ।

আচার্য্যং ভগবন্তং তু তেজোময়কলেবরম্।
যস্য স্মরণমাত্রেণ গৌরপ্রেম প্রজায়তে॥
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্।
দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যানন্দবিগ্রহম্॥
বন্দেঽনন্তাচার্য্যবর্য্যং মহাভাবকদম্বকম্।
আপাদমস্তকং যস্য পুলকেনোজ্জ্বলীকৃতম্॥
বিষ্ণানন্তাচার্য্যবর্য্যং গঙ্গাতীরনিবাসিনম্।
বন্দে যেনাকারি পূজা গৌরস্যফলমূলকৈঃ॥

মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ নামকম্।   গদাধরপ্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণদাসাখ্যং প্রেমমত্তকলেবরম্।
সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চপুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্।
রাধাগোবিন্দ গৌরাঙ্গ গদাধরপদপ্রদম্॥
মহাতেজোময়ং চারুসেবাসুখবিনোদিনম্।
গোস্বামিনং ভবানন্দং বন্দে তং স্মৃতিপ্রেমদম্॥
শ্রীলগোপীনাথদেবো যত্নৈর্যেন সুসেবিতঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেম প্রজায়তে॥
লোকনাথভট্টসংজ্ঞং প্রেমানন্দসুখালয়ম্।
রাধাকৃষ্ণরসেমগ্নং চম্পকলতিকাভিধম্॥
বন্দেঽহং বৈষ্ণবংদাসং শুদ্ধচিত্তকলেবরম্।
বৃন্দাবনেশয়ো লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্॥
বন্দে গোবিন্দমাচার্য্যং কৃষ্ণপ্রেমসুধাময়ম্।
গোবিন্দোল্লাসরসরসিকং মল্লদেশনিবাসিনম্॥

ভুবনানন্দদং বন্দে শ্রীমদক্রূরঠকুরম্। গদাধরপ্রেমকন্দং গৌরপ্রেমবিলাসকম্।

বন্দে সঙ্কেতমাচার্য্যং শ্রীগৌরেঙ্গিতপ্রজ্ঞকম্।
গৌরপ্রেমমহাপাত্রং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্॥
রাজানং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাস্থং সুবিশ্রুতম্।
বন্দে গদাধরযুতোগৌরো যেন সুসেবিতঃ॥
আচার্য্যং কমলাকান্তং মহাসুভগবিগ্রহম্।
পরমানন্দসন্দোহং বন্দে রূপনিষেবিণম্॥

বন্দে শ্রীযাদবাচার্য্যং প্রেমমত্তকলেবরম্। লীলারসপরিপাকশালিনং গুণসাগরম্॥

বন্দে বল্লভভট্টাখ্যমাড়িলগ্রামবাসিনম্।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা পারাবারবিগাহিনম্॥
নারায়ণং পড়িয়ারিং গৌরপ্রেমসুধালয়ম্।
শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গসেবাসুখবিনোদিনম্॥

বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা। মহাভাবচমৎকারগৌরভাবকলেবরম্॥

বন্দে চৈতন্যদাসাখ্যং জয়ানন্দমহাশয়ম্ ।
প্রকাশিতং যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকম্ ॥
শ্রীলশ্রীগৌরচরণসেবাসুখবিলাসিনঃ। পণ্ডিতস্য গণাঃ সর্ব্বে শৃঙ্গারার্থকলেবরাঃ॥
শ্রীলপণ্ডিতদেবস্য গণাঃ সর্ব্বে মহোজ্জ্বলাঃ।
শাখোপশাখাসহিতা রাধাকৃষ্ণরতিপ্রদাঃ॥

ইতি শ্রীযদুনাথ দাস বিরচিতং শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামি
শাখানির্ণয়ামৃতম্ সমাপ্তম্ ।

এই শাখানির্ণয়ামৃতে প্রসিদ্ধ তিনজনের নাম নাই যথা—যদু গাঙ্গুলী এবং রঘু মিশ্রের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই আছে—"শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র" চৈঃ চঃ। "যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব শাখানির্ণয়ে যদুনাথ চক্রবর্ত্তির নাম আছে। কেহ কেহ বলেন—শ্রীযদু গাঙ্গুলীই শাখানির্ণয়ের রচয়িতা সেইজন্য তাঁহার নাম নাই। তৃতীয় রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম জানা, ইনি শ্রীগদাধর প্রভুর শিষ্য এই কথা সাধন দীপিকাতে ষষ্ঠ কক্ষাতে উক্ত আছে। ইতি।

শ্রীশ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিনাং রতিজনক দ্বাদশনামানি।

১। প্রণম্য গৌরাঙ্গপ্রিয়াগ্রগণ্যং রত্নাবতীনন্দনমত্যুদারম্।
শ্রীমাধবামোদকরং বিচিন্ত্য বক্ষ্যেঽস্য নামানিসুহৃন্মুদেঽহম্॥

২। যস্য সৌভাগ্যপুঞ্জেন বিবশীভূতমানসৈঃ।
গদাধরস্য গৌরাঙ্গঃ সদেতিঘুষ্যতে জনৈঃ॥

৩। নিজপ্রাণাব্দুদপ্রেষ্ঠগৌরপাদনখদ্যুতিঃ।
নিত্যানন্দপ্রিয়তমোঽচ্যুতানন্দস্বদেশিকঃ॥

৪। শ্রীগোপীনাথসৎসেবাকারকঃ পুরুষোত্তমে।
গৌরবিচ্ছেদদুঃখেন ক্ষেত্রবাসপরান্মুখঃ॥

৫। শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদলম্পটঃ স্বগণৈঃ সহ।
ব্রজভূমৌ কৃষ্ণসেবাধিকারী শিষ্যসঞ্চয়ৈঃ॥

৬। পুষ্পালঙ্কার সজ্জেন গৌরগাত্রবিভূষকঃ।
গৌরাজ্ঞয়াপুনর্ভক্তবৃন্দেভ্যঃ শেষদায়কঃ॥
৭। বাসুদেব জ্ঞাততত্ত্বঃ কর্ণপূরেণসংস্তুতঃ। গৌরাঙ্গভক্তবৃন্দস্য ধ্যেয়রূপ গুণাকরঃ॥
৮। শ্রীমদ্ গদাধরস্তেদং নামদ্বাদশকং সদা।
যঃ পঠেত্তস্যপাদাব্জে লভতে প্রেমনিশ্চলম্॥

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বাম্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্।

১। প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা শ্রীযুতং পণ্ডিতাভিধম্।
গদাধরং প্রবক্ষ্যে তন্নাম্নামষ্টোত্তরংশতম্॥
২। গদাধরো গৌরচন্দ্রপ্রিয়ো মাধবনন্দনঃ।
বিদ্যানিধিবিনোদাত্মা শ্রীনীলাচলবাসকৃৎ॥
৩। দয়ালুঃ কীর্ত্তনানন্দী মহাপতিতপাবনঃ।
পণ্ডিতাখ্যঃ সদা কৃষ্ণনামগ্রাহী মহাশয়ঃ॥
৪। রাধাস্বরূপ আনন্দময়মূর্ত্তি র্মহার্ত্তিহা। শরণাগতসংত্রাতা সুশান্তঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ॥
৫। চৈতন্যগণসম্মান্যো মান্যমানপ্রদায়কঃ।
গোপীনাথপদাম্ভোজসেবী প্রেমবিভূষণঃ॥
৬। তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গো ধার্ম্মিকঃ সাধনে রতঃ।
সত্যবাগতিপাণ্ডিত্যঃ প্রেমদঃ কীর্ত্তিমান্ সুখী॥
৭। জিতেন্দ্রিয়ঃ সুপ্রতাপী গম্ভীরস্তেজসান্বিতঃ।
গৌররূপসদাধ্যায়ী চৈতন্যানন্দদায়কঃ॥
৮। সর্ব্বসদ্গুণসংযুক্তঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ঃ প্রভুঃ।
দুঃখবারণপদ্মাস্যো ব্রজবাসপ্রদায়কঃ॥
৯। ভক্তিসিদ্ধান্তদাতা শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুলপাবনঃ।
মাধবামোদকারী শ্রীচৈতন্যপ্রেমসারভূঃ॥
১০। শ্রীমদ্ রাসরসামোদী শ্রীকৃষ্ণানন্দবর্দ্ধনঃ।
ভক্তিপ্রিয়ো মহাভাবস্বরূপঃ সর্ব্বশক্তিমান্॥
১১। সর্ব্বসল্লক্ষণোপেতো দুর্গতিত্রাণকারকঃ।
গৌরব্রজস্মারকশ্রীমুখমণ্ডলধারকঃ॥

১২। মহাধীরঃ শ্রীশরীরঃ প্রাণাধিকতমো মহান্।
সদানন্দমনা সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুবরঃ॥
১৩। সুশীলঃ সকলারাধ্যো ব্রজস্থজনমোদিতঃ।
শোকহা তাপহা বন্দ্যো বন্দ্যবংশোজ্জ্বল কৃতঃ॥
১৪। সর্ব্বোপকৃচ্ছাস্ত্রবেত্তা সর্ব্বাপদ্বিনিবারকঃ।
(শ্রী) ভাগবত রসাস্বাদী সদা সাধুজনাশ্রয়ঃ॥
১৫। অষ্টসাত্ত্বিকভাবাঢ্যঃ শ্রীগৌরাঙ্গগণাগ্রগঃ।
দোষাদর্শী গুণগ্রাহী সংসারাম্ভোধিতারকঃ॥
১৬। নিরাশ্রয়াশ্রয়ঃ প্রেমভক্তিদাতা গুণার্ণবঃ।
পাপার্ণবগ্রাসিনামা সদানন্দবিবর্দ্ধনঃ॥
১৭। অগণ্যগুণসম্পন্নো গুণজ্ঞঃ সারসংগ্রহঃ।
কৃপাদৃষ্টি গর্ব্বহারী সর্ব্বসদ্গুণদায়কঃ॥
১৮। শ্রীল কৃষ্ণনামদাতা চণ্ডালাদিস্বশোধনঃ।
অদুঃখঃ পরমোদারো গৌরবিচ্ছেদকাতরঃ॥
১৯। অমানী ক্রোধজিদ্ ভক্ত্যাচারবান্ নিরহংকৃতিঃ।
বিনয়ী ভজনোল্লাসী বিশ্বম্ভরগণপ্রিয়ঃ॥
২০। অতুল্যরূপমাধুর্য্যবিস্মাপিত জগজ্জনঃ।
সদ্দ্বেষিবিষয়ালাপবর্জিতঃ সৎকথারতঃ॥
২১। অদোশী সুখদঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ প্রেমবদুত্তমঃ।
বদান্যঃ স্নিগ্ধবাক্ প্রেমপীযূষরসবারিধিঃ॥
২২। এতৎ পণ্ডিতদেবস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
যঃ পঠেন্নিয়তং ভক্ত্যা গৌরচন্দ্রপ্রিয়ো ভবেৎ॥
২৩। মুচ্যতে সকলাপদ্ভ্যো রোগাচ্ছোকাদ্ ভয়াচ্চ সঃ।
অপরাধ সমস্তেভ্যো মুচ্যতে ঘোর কিল্বিষাৎ॥
২৪। প্রাপ্নোতি সকলান্ কামান্ বিত্তাপুত্রধনাদিকান্।
রাধাকৃষ্ণপদাম্ভোজে প্রেমভক্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥
২৫। কুঞ্জসেবামবাপ্নোতি পণ্ডিতস্য প্রসাদতঃ।
বসেদ্ বৃন্দাবনাধীশপ্রেয়সীগণমণ্ডলে॥
২৬। ভক্তিহীনায় দুষ্টায় ন দাতব্যং কদাচন।
শ্রদ্ধাযুক্তায় দাতব্যং ভজনোন্মুখচেতসে॥

২৭। শ্রীমন্মাধবপুত্রায় পণ্ডিতায় মহাত্মনে।
গদাধরায় ধীরায় চৈতন্যপ্রেয়সে নমঃ ॥

ইতি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতম্ শ্রীযুত শ্রীগদাধর পণ্ডিত
গোস্বাম্যষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধর যুগলাষ্টকম্ (উপজাতি ছন্দ)

ক্ষিতৌ লুঠদ্‌গৌরকলেবরাভ্যাং সদা মহাপ্রেমবিলাসকাভ্যাম্।
সমুদ্রতীরে নটনাগরাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥১॥
হাহা ক রাধেতি মুহুঃ স্থিতাভ্যাং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণবপুর্ধরাভ্যাম্।
আনন্দলীলারসরঞ্জিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥২॥
অদ্বৈতচিন্তাহরসম্ভবাভ্যাং মনোভবানন্দমনোহরাভ্যাম্।
অচিন্তলীলাপরিপূরিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥৩॥
জীবৈকনিস্তারধৃতব্রতাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণনাম্না জনতারকাভ্যাম্।
হরে কৃষ্ণ হরে মুখাম্বুজাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥৪॥
অশেষদুঃখাময়ভেষজাভ্যাং কিরীটকেয়ূরবিভূষিতাভ্যাম্।
গ্রৈবেয় মালামণিরঞ্জিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥৫॥
শ্রীবৎসরোমাবলীরঞ্জিতাভ্যাং বক্ষস্থলে কৌস্তুভভূষিতাভ্যাম্

(পদ্যার্থ) দোঁহার গৌরবরণ, ভূমে গড়াগড়ি যান, সদা মহাপ্রেমে বিলাসেন।
সমুদ্রের তীরে দোঁন, নটনাগর হয়েন, করি গৌরগদাই বন্দন ॥
হা! রাধে! তুমি কোথায়, বলিয়া সদা ডাকয়, দুহুঁজন রাধাকৃষ্ণ হন।
দোঁহা লীলারসে দোঁন, আনন্দে মগন হন, করি গৌরগদাই বন্দন ॥
অদ্বৈতের চিন্তাহারী, মনমথ, মনোহারি, জীবোদ্ধারে ভুবনমোহন।
অপূর্ব্ব লীলা দোঁহার, লোক চিন্তা অগোচর, করি গৌরগদাই বন্দন ॥
জীব নিস্তারিতে দোঁন, দৃঢ় ব্রত করিলেন, কৃষ্ণনামে জীব উদ্ধারে।
মুখে হরেকৃষ্ণ নাম, দোঁহে করে সঙ্কীর্ত্তন, করি গৌরগদাই বন্দন ॥
যত দুঃখ রোগ শোক, দোঁহে তার চিকিৎসক, অঙ্গে চূড়া কেউর শোভেন।
গ্রীবাতে মণি মালায়, অতিশয় শোভা হয়, করি গৌরগদাই বন্দন ॥
শ্রীবৎস রোমাবলীতে- বক্ষস্থল সুশোভিতে, তাহে শোভে কৌস্তুভ ভূষণ।

ত্রৈলোক্যসম্মোহন সুন্দরাভ্যাম্ নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥৬॥
স্ফুরচ্চলৎ কাঞ্চনকুণ্ডলাভ্যাং সদাষ্টভাবৈঃ পরিশোভিতাভ্যাম্ ।
স্বেদাশ্রুকম্পাদিবিভূষিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥৭॥
শ্রীমচ্ছিবানন্দমনোরথাভ্যাং সদা সুখানন্দরসস্ফুরাভ্যাম্ ।
মদীয়সর্ব্বস্বপদাম্বুজাভ্যাম্ নমোঽস্তু মে গৌরগদাধরাভ্যাম্ ॥৮॥
পঠন্তি যে গৌরগদাধরাষ্টকং পদ্মং লভন্তে ব্রজযুগ্মপাদম্ ।
অদ্বৈতপুত্রেণ ময়োক্তমেতন্নাম্নাচ্যুতানন্দজনেন ধীমতা ॥৯॥
ইতি শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু বিরচিতং শ্রীগৌরগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

ত্রিলোকের মনহারি, গদাইগৌরাঙ্গহরি, করি মুঞি দোঁহার বন্দন ॥
শ্রবণে স্বর্ণকুণ্ডল, দোলে করি ঝলমল, সাত্ত্বিকাদি অঙ্গেতে ভূষণ ।
স্বেদ অশ্রু কম্পচয়, তাহে অতি শোভা হয়, বন্দি গৌরগদাই চরণ ॥
শিবানন্দ মনে যাহা, পূরণ করেন তাহা, দোঁহে সদা আনন্দে মগন ।
দোঁহার পদ্মচরণ, আমার সর্ব্বস্ব ধন, করি গৌরগদাই বন্দন ॥
গৌরগদাধরাষ্টক পড়িবে যেজন, তিহোঁ পাবে রাধাকৃষ্ণ যুগল চরণ ।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পুত্র । তাঁর কৃত গদাধর গৌরাঙ্গের স্তোত্র ॥

(সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকম্ (মালিনী ছন্দঃ)

১। অখিলভুবনবন্দ্যং প্রস্ফুরৎপ্রেমসারম্ । প্রবলকরুণয়াঢ্যং প্রেমভক্তিস্বতন্ত্রম্ ॥
ব্রজবিপিন বিরাজচ্ছ্রীল বৃন্দাবনেন্দুম্ । মধুর-মধুররূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥
২। নিখিলগুণগভীরং পূর্ণলাবণ্যধীরম্ । করুণহৃদয়সারং মাধবামোদকারম্ ॥
নবরসচলচিত্তং নাগরীপ্রেমবিত্তম্ । প্রমদরসিকভূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥

(পদ্যার্থ) অখিল ব্রহ্মাণ্ডজন, যাঁর করে আরাধন, প্রেমসার যাতে প্রকাশয় । প্রবল করুণাময়, সদা যাঁহার হৃদয়, স্বতন্ত্রেতে প্রেমভক্তি দেয় ॥ ব্রজবিপিনের মাঝে, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে সাজে, পূর্ণচন্দ্র শোভিতেছে যেন । মধু হৈতে সুমধুর, রূপ যাঁর মনোহর, করি রাধা গদাই স্তবন ॥ গভীর নিখিল গুণ, লাবণ্যেতে পরিপূর্ণ, সর্ব্বদাই অতিশয় ধীর । সদা হৃদয়ে যাঁহার, পূর্ণ করুণার সার, আনন্দ সদা মাধবের । নবীন রসেতে যার, হৃদয় চঞ্চল বড়,

৩। রসিকমুকুটমৌলীং কৌতুকাবদ্ধকেলীম্।
কলিতকলিলবল্লীং সর্ব্বভক্তেশমল্লীম্॥
অতুল চতুরকেলীং সর্ব্বসৌশীলাবেলীম্।
প্রবলমদনযূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

৪। পরমরসবিভাসং সর্ব্বভক্তিপ্রকাশম্। বিবিধরসবিদাস্তং প্রেমরত্নৈকহস্তম্॥
নিয়তনিয়মচারং সর্ব্বসর্ব্বার্থসারম্। মদনমথনরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

৫। কলিতললিতসারং সখ্যবৈবশ্যপারম্। কবলিতরসচিত্তং সেব্যসেবৈকমিত্রম্॥
সততবিজয়ভদ্রং পদ্মদায়াদনেত্রম্। নবনবরসকূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

৬। পরমরসবিলাসং সর্ব্বপাণ্ডিত্যকাশম্।
বিমলকমলবাসং বন্দ্যবংশোজ্জ্বলাংশুম্॥
কলিতললিততন্ত্রং কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিচন্দ্রম্। কুশলগরিমরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

৭। শ্রবণরসদসারং মাধবানন্দকারম্। করুণবরুণদৃষ্টিং প্লাবিতানন্দবৃষ্টিম্॥
মধুরমধুরসারং প্রেমরত্নৈকহারম্। স্বগুণগরিমকূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

নাগরীর প্রেম যাঁর ধন। অতি মত্ত রসিকের, যিহোঁ রাজরাজেশ্বর, করি রাধাস্বরূপে স্তবন॥ যিহোঁ রসিকগণের, চূড়ামণি সকলের, যাঁর কেলি কুতূহলপূর্ণ। অতি গাঢ় লতাকুঞ্জে, থাকে যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে, শ্রেষ্ঠ ভক্ত চূড়ামণি হন॥ চাতুরালি পূর্ণ যাঁর, কেলি অতি মনোহর, সুশীতল গুণে পরিপূর্ণ॥ গৌরকৃষ্ণ মদনের যূপ যিহোঁ দমনের করি রাধাগদাই স্তবন॥ উন্নত উজ্জ্বল রস, যাঁর অঙ্গে পরকাশ, সর্ব্বভক্তি প্রকাশ করেন। বিবিধ রসজ্ঞগণ, তাঁর আদি গুরু হন, প্রেমরত্নে ভূষিত হয়েন॥ সদা নিয়মে করেন, আচার পরিপালন, সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ হয়েন। মনমথেরমোহন, যাঁহার স্বরূপ হেন, করি রাধাগদাই স্তবন॥ ললিতাখ্য অলঙ্কার, যিহোঁ কৈল অঙ্গীকার, রাধাভাবে বিবশ অপার। মহারসে যাঁর চিত্ত, অতিশয় কবলিত, সেব্য সেবালাভৈক আধার॥ সদা বিজয় যাঁহার, হিতকারি জগতের, পদ্মতুল্য বিশাল নয়ন। নবীন রসের কূপ, যিহোঁ রাধারস্বরূপ, করি হেন গদাই স্তবন॥ যেই রস সর্ব্বোত্তম, তাহে বিহার করেন, যিহোঁ সর্ব্ব পাণ্ডিত্যে ভূষিত। রম্য পদ্মবনাশ্রিতা, লক্ষ্মী যাঁর অংশস্থিতা, বন্দ্যবংশ করে উজ্জ্বলিত॥ স্বীকৃত মার্গ যাঁহার, অতি সুনির্ম্মলতর, কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিচন্দ্ররূপ। জগত মঙ্গলরূপ, গৌরবে পূর্ণস্বরূপ, স্তব করি সেই গদাই রূপ॥ শ্রবণাতি সুরসদ, কর্ণের

৮। ব্রজসদসি সদা সংসক্তচিত্তং বিরাজদ্। ব্রজভুবি জয়িলক্ষ্মীবৃন্দবর্গাগ্রগণ্যম্॥
নিখিল নিগমশাস্ত্রালভ্যপাদাব্জগন্ধম্। কিমপি করুণরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥

রাধাস্বরূপস্য গদাধরস্য স্তোত্রং মুদাকারি সনাতনেন।
প্রেম্ণা পঠন্ নিত্যবিলাসশালী, প্রাপ্নোতি সোঽভীষ্টপদং হি তস্য॥

ইতি শ্রীসনাতন গোস্বামি বিরচিতং শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

আনন্দপ্রদ, মাধবের আনন্দদ হয়। করুণা বরুণ যাঁর, দৃষ্টি সে আনন্দকর, সুখবৃষ্টো জগত ডুবায়॥ মধুর হৈতে সুমধুর, অনুপম রূপ যাঁর, গলে শোভে প্রেমরত্ন হারে। গৌরব পূর্ণ গুণের, যিহোঁ হয়েন আধার, স্তব করি রাধা-গদাধরে॥ ব্রজধামে সদা যাঁর অত্যাসক্ত হৃদয়ের, হেন বৃন্দাবন শোভান্বিত। তাহে লক্ষ্মীজয়ি যত, আছে গোপী শত শত, তাহে যিহোঁ অগ্রবর্ত্তিস্থিত॥ বেদ বিধি অনুসারে, আরাধনা করি তারে, নাহি পায় চরণ যাঁহার। কেবল করুণা যাঁর, শ্রেষ্ঠ সাধন প্রাপ্তির, স্তব করি রাধাগদাধর॥ স্বরূপ শ্রীরাধিকার পণ্ডিত শ্রীগদাধর, তাঁর স্তোত্র সনাতন কয়। ভক্তি করি যেইজন, নিত্য করিবে পঠন, অবশ্য তাঁর অভীষ্ট পুরয়॥ সমাপ্ত।

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরদশকম্

১। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী।
কলৌ শ্রীগৌরদয়িতঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ॥
২। সর্ব্বপাণ্ডিত্যসারাখ্যং প্রেমরত্নবিভূষণম্।
মাধবাত্মজবন্দ্যাগ্রং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
৩। অপারকরুণাপূরপূরিতান্তমনোহ্রদম্।
সদারাসরসামোদং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

(পদ্যার্থ) বৃন্দাবন অধিশ্বরী, শ্রীলরাধিকাসুন্দরী, যিহোঁ করে প্রেমভক্তি দান। তিহোঁ এই কলিস্থিত শ্রীলগৌরাঙ্গদয়িত, শ্রীলগদাধর যাঁর নাম॥ সমস্ত পাণ্ডিত্যসার, বিখ্যাত হইল যাঁর, প্রেমরত্ন যাঁহার ভূষণ। শ্রীমাধবের নন্দন, আরাধ্যেরারাধ্য হন, করি রাধা গদাই বন্দন॥ করুণা সমুদ্র যাঁর, নাহি হয় পারাবার, সে প্রবাহে পূর্ণ যাঁর মন। সদা রাসরস রত, আনন্দে মগন চিত,

৪। সখীগণগণাধ্যক্ষমধুমত্যাদিসঙ্কুলম্। বৃন্দাবনে রাসরতং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

৫। দিব্যসদ্‌গুণমাণিক্যপেটিকাদিমনোহরম্।
বৃন্দাবনকলানাথং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

৬। গৌরাঙ্গগাঢ়তাভাব-ভাবনির্য্যাসভাবিতম্।
করুণাবরুণাধারং বন্দে রাধাগদাধরম্।

৭। কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদং নিত্যং নিত্যানন্দবিবর্দ্ধনম্।
রসালয়ং রসাধারং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

৮। পুণ্ডরীকপ্রেমবিষ্ঠাবিস্তোতিতাশয়ম্।
অসীমগুণসম্পূর্ণং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

৯। শ্রীবাসাপ্তমং গাঢ়ং মুরারিগুপ্তগুপ্তকম্।
বন্দ্যবংশোজ্জলকরং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

১০। শিবানন্দপ্রিয়গুরুং নয়নানন্দবন্দিতম্।
শুদ্ধকাঞ্চনগৌরাঙ্গং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

১১। গৌরাঙ্গভক্তবৃন্দেন রাজিতং পরমোজ্জলম্।
রামানন্দরসামোদং বন্দে রাধাগদাধরম্॥

করি হেন গদাই বন্দন॥ সখীগণ মধ্যে হন, মধুমতাদি প্রধান, সে সঙ্গেতে হইয়া মিলন। বৃন্দাবনে সর্ব্বদায়, শ্রীরাসলীলা করয়, করি রাধা গদাই বন্দন॥ যিহোঁ দিব্য সদ্‌গুণের, মাণিক্য পেটিকাবর, রূপে জনমন নেত্রহারি। ব্রজে নৃত্য কলাদিতে, যিহোঁ প্রবীণা বিদিতে, সেই গদাইয়ে নমস্কার করি॥ গৌরাঙ্গেতে যেইভাব, গাঢ়তর সেইভাব, সে নির্য্যাসে ভাবিত যাঁর মন। করুণাবরুণালয়, যাঁহার স্বরূপ হয়, সেই গদাই করিয়ে বন্দন॥ যিহোঁ হন কীর্ত্তিদার, নিরন্তর কীর্ত্তিকর, সদা নিত্যানন্দ বিবর্দ্ধন। রসই আধার যাঁর, রসের যিহোঁ আধার, সে গদাইরে করিয়ে বন্দন॥ পুণ্ডরীক গুরু হেন, প্রেমবিষ্ঠা মন্ত্র দেন, তাহে যাঁর মন দীপ্ত হন। অসীম গুণেতে যিহোঁ, হন পরিপূর্ণ তিহোঁ, বন্দি রাধা গদাই চরণ॥ যিহোঁ শ্রীবাসের অতি, প্রীতির ভাজন নিতি, মুরারি গুপ্তের গুপ্তধন। বন্দ্য বংশোজ্জলকর, পণ্ডিত শ্রীগদাধর, করি রাধাস্বরূপে বন্দন॥ যিহোঁ শিবানন্দের, অতি প্রিয় গুরুবর, নয়নানন্দ করে বন্দন। অঙ্গবর্ণ স্ববর্ণের নাম শ্রীলগদাধর, হেন রাধা করিয়ে বন্দন॥ গৌরাঙ্গের ভক্তগণ সদা বেষ্টিত রহেন, তাহে যাঁর শোভা অতি হন। যিহোঁ

১২। শ্রীলগদাধরস্তোদং পদ্যংহৃদ্যং মনোহরম্।
যঃ পঠেন্নিয়তং ভক্ত্যা স প্রেম্নিপ্রমিলেদ্ধ্রুবম্॥
ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীরাধাগদাধর দশকম্ সমাপ্তম্॥

শ্রীরামানন্দের, আনন্দপ্রদ রসের করি রাধা গদাই প্রণাম॥ গদাধর স্তোত্র হন, মোর হৃদয়ের ধন, শ্রবণে হরে সবার মন। ভক্তি করি যেইজন, করিবে নিত্য পঠন, শীঘ্র পাবে গৌরপ্রেম ধন॥ (সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকম্ (পঞ্চচামর ছন্দঃ)

১। স্বভক্তিযোগলাসিনং সদা ব্রজে বিহারিণম্,
হরিপ্রিয়াগণাগ্রগং শচীসুতপ্রিয়েশ্বরম্।
সরাধকৃষ্ণসেবনপ্রকাশকং মহাশয়ম্
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্॥

২। নবোজ্জ্বলাদিভাবনাবিধানকর্ম্মপারগম্
বিচিত্রগৌরভক্তিসিন্ধুরঙ্গভঙ্গলাসিনম্।
সুরাগমার্গদর্শকং ব্রজাদিবাসদায়কম্,
ভজামাহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্॥

৩। শচীসুতাঙ্ঘ্রি সারভক্তবৃন্দবন্দ্যগৌরবম্
সুগৌরভাবচিত্তপদ্মমধ্য কৃষ্ণবল্লভম্।

(পদ্যার্থ) রাধাভাবে গদাধর নৃত্য করে নিরন্তর, ব্রজে সদা বিহার করেন। কৃষ্ণপ্রিয়া মধ্যে হন, সকলের অগ্রগণ্য, গৌরপ্রিয় মধ্যে সর্ব্বমান্য॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবন, যিহোঁ প্রকাশ করেন, এই হেতু উদার হয়েন। হেন প্রভু গদাধরে, পণ্ডিত শ্রীগুরুবরে, সদা মুঞি করিয়ে ভজন॥ নবোজ্জ্বল রসে যেন, ভাবনা করিতে হন, সে বিষয়ে বিচক্ষণ হন। বিচিত্র গৌর ভজন, সিন্ধুর তরঙ্গ হেন, তাহে রঙ্গভঙ্গে যেন নাচেন॥ রাগমার্গ দর্শকের যিহোঁ আদি গুরুবর, কৃপাকরি ব্রজবাস দেন। হেন প্রভু গদাধর, শ্রীপণ্ডিত গুরুবর, ভজি মুঞি তাঁহার চরণ॥ গৌরপাদপদ্মলীন, মধুলুব্ধ ভক্তগণ, গৌরবে বন্দে যাঁর চরণ। সুভাব শ্রীগৌরভক্ত, হৃদি যিহোঁ অনুরক্ত, শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় হন॥ রাধাকৃষ্ণ

মুকুন্দগৌররূপিণং স্বভাবকর্ম্মদায়কম্,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥

৪। নিকুঞ্জসেবনাদিকপ্রকাশনৈককারণম্,
সদা সখীরতিপ্রদং মহাভাবস্বরূপকম্।
সদাশ্রিতাঙ্ঘ্রি পুণ্ডরীকদায়িসদ্গুরুবরম্,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥

৫। মহাপ্রভো র্মহারসপ্রকাশনাঙ্কুরপ্রিয়ম্,
সদামহারসাঙ্কুরপ্রকাশনাদিবাসনম্।
মহাপ্রভোর্ব্রজাঙ্গনাদিভাবমোদকারকম্
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥

৬। দ্বিজেন্দ্রবৃন্দবন্দ্যপাদযুগ্মভক্তিবর্দ্ধকম্,
নিজেষু রাধিকাত্মতাবপুঃ প্রকাশনাগ্রহম্।
অশেষভক্তিশাস্ত্রশিক্ষয়োজ্জ্বলামৃতপ্রদম্,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥

৭। মুদানিজপ্রিয়াদিকে স্বপাদপদ্মসীধুভি,
র্মহারসার্ণবামৃতপ্রদেষ্টগৌরভক্তিদম্।

ঐক্য যেন, গৌরকৃষ্ণ গদাই হেন, স্বীয় ভাবধর্ম্ম করে দান। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, মুঞি তাঁর করিয়ে ভজন ॥ ব্রজে কুঞ্জ সেবা যাহা, অন্যে দিতে নারে তাহা, কেবল কৃপাতে মিলে যাঁর। যাঁহার কৃপাতে পায়, রাধা দাস্য সুনিশ্চয়, মহাভাব স্বরূপ যাঁহার ॥ সদাশ্রিত গৌরপদ, যিহোঁ সে চরণপ্রদ, বিশ্বত্রাতা শ্রেষ্ঠ গুরু হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, মুঞি তার করিয়ে ভজন ॥ মহারস যাহা হয়, প্রভু তাহা আস্বাদয়, বীজাঙ্কুর প্রকাশে যে তার। হেন মহারসাঙ্কুর, প্রকাশ করিতে যাঁর, বাসনা সদাই অন্তরের ॥ ব্রজাঙ্গনাগণে যত, ভাব আছে নানামত, সেভাবে প্রভুরে সুখ দেন। হেন প্রভু গদাধর পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, মুঞি তাঁর করিয়ে ভজন। দ্বিজেন্দ্র বন্দ্য শ্রীগৌর, যুগল চরণবর, তাহাতে লোকেরে ভক্তি দেন। স্বজনের প্রতি যাঁর, কৃপার নাহিক পার, স্বীয় দেহে রাধারে দেখান ॥ ভক্তিশাস্ত্রে আছে যাহা, উপদেশ দিয়া তাহা, উজ্জ্বল অমৃতরস দেন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, তাঁর মুঞি ভজি শ্রীচরণ ॥ হর্ষে স্বীয় শ্রীচরণ,

সদাষ্টসাত্ত্বিকান্বিতং নিজেষ্টভক্তিদায়কম্,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥

৮। যদীয়রীতিরাগরঙ্গভঙ্গদিগ্ধমানসো,
নরোঽপি যাতি তূর্ণমেব নার্য্যভাবভাজনম্।
তমুজ্জ্বলাক্তচিত্তমেতু চিত্তমত্তষট্‌পদো,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥

৯। মহারসামৃতপ্রদং সদাগদাধরাষ্টকম্,
পঠেত্তু যঃ সুভক্তিতো ব্রজাঙ্গনাগণোৎসবম্।
শচীতনুজপাদপদ্মভক্তিরত্ন-যোগ্যতাম্,
লভেত রাধিকা-গদাধরাঙ্ঘ্রিপদ্মসেবয়া ॥

ইতি শ্রীস্বরূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকম্ সমাপ্তম্।

মকরন্দ করি দান, স্বজন হৃদি করি শোধন। প্রিয় গৌরাঙ্গের হেন, শুদ্ধভক্তি করে দান, যাহে মহারস আস্বাদেন ॥ সাত্ত্বিকাদি ভাব যত, তাহে হয় বিভূষিত, প্রিয় গৌরভক্তি জীবে দেন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, ভজি মুঞি তাঁহার চরণ ॥ গদাধর রাধায়, কভু ভিন্ন নাহি হয়, তাহার যে রীতিনীতি হয়। সে রাগরঙ্গে ভঙ্গেতে, নিমগ্ন যাহার চিতে, শীঘ্র সেই রাধাদাস্য পায় ॥ মোর চিত্ত মত্তভৃঙ্গ, মিলে সে চরণ সঙ্গ, যে সদা উজ্জ্বলাসক্ত হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিত শ্রীগুরুবর, ভজি মুঞি তাঁহার চরণ ॥ মহিমার প্রকাশক, শ্রীগদাধরাষ্টক, গোপীগণোৎসবদায়ি হন। ভক্তিভাবে যেইজন, নিত্য করিবে পঠন, উজ্জ্বল অমৃত সে পাবেন ॥ রাধাগদাই চরণ, প্রীতি করি যেইজন, নিরন্তর করিবে সেবন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণে, ভকতি রতন ধনে, সেইজন অধিকারি হন ॥ (সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীগৌরগদাধর যুগলাষ্টকং (শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দঃ)

গোলোকাদবতীর্য্য যঃ ক্ষিতিতলে শ্রীরাধয়াসংযুতো,
বৃন্দারণ্যমুপাসিতোঽতিরভসাত্তেনে বিহারাদিকম্।

(পদ্যার্থ) গোলোক হইতে হরি, রাধিকারে সঙ্গে করি, বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হৈল। করি বৃন্দাবনাশ্রয়, অত্যন্ত কৌতুকী হয়, বিবিধ প্রকারে লীলা কৈল ॥

গোপীগোকুল গোপবিস্ময়পদং গোবর্দ্ধনোর্দ্ধারণং,
সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
যো নন্দাত্মজতামুপেত্য নিভৃতব্যাজেন গোপাঙ্গনা,
চিত্তাকর্ষণ তৎপরোঽতিরমণো নিত্যং কিশোরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মেন্দ্রশ্রুতিশম্ভুবাগবিষয়োঽপাঙ্গে ব্রজযোষিতাং
সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
যো বৃন্দাবিপিনে কুরঙ্গনয়নীহস্তাপ্তবদ্ধাঞ্জলি,
নৃ ত্যন্নিত্যকিশোরসুন্দরতনু রাসোল্লসন্মানসঃ।
কালিন্দীতটকুঞ্জমঞ্জুলগৃহে রাধাবিহারীহরিঃ,
সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
যো রাসে রসিকো রসাদিচতুরাং রাসেশ্বরীং রাধিকাং
স্বাঙ্কে ন্যস্য গতোঽন্যগোপরমণীস্ত্যক্ত্বাপি দূরং বনম্।
তাঃ সন্তুয়পুনর্যদর্থমভিতঃ ক্রীড়ন্তি নিন্দন্তি চ,
সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
যো দানচ্ছলরীতিগোকুলবধূবক্ষস্থলস্থপ্রভু,
দানীনীপবিলাসিচারুচতুরাপাঙ্গান্বিতঃ সস্মিতঃ।

গোপগোপী গোকুল, অত্যন্ত বিস্ময় হৈল, দেখি গোবৰ্দ্ধনের ধারণ। গদাধর গৌর হেন, সুখে বিরাজ করেন, অভিন্নস্বরূপ দোঁহে হন॥ নন্দাত্মজ ধরি, নিভৃতেতে ছল করি, যিহোঁ গোপ যুবতীগণের। চিত্ত করি আকর্ষণ, করেন সুবিহরণ, যাঁর স্বরূপ নিত্য কিশোর॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র শ্রুতিশম্ভু, বর্ণিতে না পারে কভু, তাঁরে গোপী অপাঙ্গে দেখয়। গদাধর গৌর হেন, দোঁহে বিহার করেন, কভু ভিন্ন স্বরূপ না হয়॥ যিহোঁ বৃন্দাবিপিনে, কুরঙ্গনয়নী সনে, হস্তে হস্ত করিয়া ধারণ। নাচয়ে নিত্য কিশোর, তনু অত্যন্ত সুন্দর, রাসরসে উল্লাসিত মন॥ শোভিত কালিন্দী তীরে, মঞ্জুল কুঞ্জকুহরে, রাধা সঙ্গে করে বিহরণ। গদাধর গৌর হেন, সুখে বিহার করেন, অভিন্ন স্বরূপ দোঁহে হন॥ রাসাদিতে চতুরিণী, শ্রীরাধিকা সুবদনী, রাসেরঈশ্বরী যিহোঁ হন। তাঁহারে কোলেতে করি, অন্তর্দ্ধান হৈল হরি, অন্য গোপী ত্যজী দূর বন॥ পুন কৃষ্ণের লাগিয়া, সকলে মিলিত হৈয়া, বিহরিছে করিয়া নিন্দন। হেন গৌরগদাধর, সুখে করেন বিহার, অভিন্ন স্বরূপ দোঁহে হন॥ দানরীতি

হস্তাভ্যাং পরিবার্য্য গোপললনা গব্যাঞ্চনীতো হঠাৎ,
সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
যো নাবা যমুনাজলে নটবরঃ পারচ্ছলে নাবিকো,
ভূত্বা গোকুলনাগরীভিরভিতঃ ক্রীড়াপরো নাগরঃ।
নানাহাস্যরসাদিবীক্ষণরতিপ্রারম্ভসম্ভাবিতঃ,
সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
যঃ প্রেম্নাখিললোকপাবনমহাশাখঃ শচীনন্দনঃ,
লোকানাং গতয়ে স্থিতসুরতরুঃ সন্ন্যাসিচূড়ামণিঃ।
প্রেমালিঙ্গনতৎপরোঽধমজনে কারুণ্যপূর্ণো হরিঃ,
সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥
প্রেমাধাররসায়ণো রসবিদাং রাসোৎসবঃ সুন্দরঃ,
পূর্ণঃ কীর্ত্তনলম্পটঃ কটিতটে কৌপীনচেলাঞ্চলঃ।
ভক্ত্যুদ্রেকপরম্পরাসপুলকো নেত্রাম্বুবিস্ফূর্জ্জিতঃ,
সোঽয়ং গৌরগদাধরো বিজয়তে সানন্দমদ্বৈতকঃ ॥

ছলকরি, কদম্ববিহারী হরি, গোপী বক্ষে অবস্থান করে। যিহোঁ চারুদানী হই, চতুর অপাঙ্গে চাই, কতই না পরিহাস করে ॥ যতেক গোপাল নারী, হস্তেতে বারণ করি, দধি দুগ্ধ করিল হরণ। গদাধর গৌর হেন, সুখে বিরাজ করেন, দোঁহে কভু ভিন্ন নাহি হন ॥ নটবর পার ছলে, নাবিক যমুনার জলে, নৌকা চড়ি বহিয়া চলিল। নাগরশেখর রাজ, তাহে গোপীকা সমাজ, বিবিধ ভাতিতে কেলি কৈল ॥ পরিহাস রস ভরে, কটাক্ষে ঈক্ষণ করে, করিলেন রতি প্রকাশন। হেন গদাধরগৌর, সুখে করেন বিহার, অভিন্ন স্বরূপ দোঁহে হন ॥ শচীরনন্দন প্রেমে, জগতের শান্তি দানে, মহাবৃক্ষ সদৃশ হয়েন। সন্ন্যাসির চূড়ামণি, লোকগতি দিতে যিনি, অলৌকিক কল্পতরু হন ॥ অধমের কৃপাবান, করে প্রেম আলিঙ্গন, কারুণ্যেতে পূর্ণ হরি হন। গদাধর গৌর হেন, সুখে বিরাজ করেন, অভিন্ন স্বরূপ দোঁহে হন ॥ প্রেমের আশ্রয় হন, রসবিদের রসায়ন, সৌন্দর্য্য ও রাসোৎসবে পূর্ণ। সঙ্কীর্ত্তনেতে লম্পট, কৌপীনস্থ কটিতট, বস্ত্রখণ্ড তাহে আবরণ ॥ নিরন্তর ভক্ত্যুদ্রেক, শ্রীঅঙ্গে শোভে পুলক, সদা নেত্রে অশ্রুধারা বয়। হেন গৌরগদাধর, সুখে করেন

প্রতিপদমহুভূয় শ্রদ্ধাযুক্ত্যাষ্টকং যঃ, স্মরতি পঠতি নিত্যং নম্রতাগেত্য মর্ত্তঃ।
সততমুরসি তস্য শ্রীগদাধ্বক্ স গৌরো নিবসতি নিজভাবৌ ভিন্নভেদং বিধূয়॥

ইতি শ্রীনয়নানন্দমিশ্রবিরচিতং গৌরগদাধর যুগলাষ্টকং সমাপ্তম।

বিহার, দুই তত্ত্বে ভিন্ন কভু নয়॥ অষ্টকে যে পদ হয়, তাহে হবে জ্ঞানোদয়, হেন জন শ্রদ্ধা ভক্তি সহ। মনে করিবে চিন্তন, নিত্য করিবে পঠন, নিরন্তর দীনতার সহ॥ হেন যেইজন হবে. তাঁহার হৃদয়ে তবে, দোঁহে অতিশয় শীঘ্র করি। শ্রীগৌরাঙ্গগদাধর, বসিবেন নিরন্তর, পরস্পর ভেদ পরিহরি॥

(সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকম্

শ্রীল বৃন্দাবনাধীশাস্বরূপং সদগুণাশ্রয়ম্।
পণ্ডিতাখ্যং প্রভুবরং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবকারকং প্রেমবর্দ্ধকম্।
মহাভাবস্বরূপং তং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
যদাস্যপদ্মং সংদৃশ্য শ্রীপ্রভোর্ব্রজভাবনা। শ্রীমদ্রাসরসাধারং বন্দে রাধাগদাধরম্॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমসারং বিদ্যানিধিদয়াস্পদম্।
মাধবানন্দনং ধীরং তং বন্দে রাধিকাভিধম্॥
শ্রীশচীহৃদয়ানন্দ-প্রাণসর্ব্বস্বসম্পুটম্।
শ্রীল প্রেমস্বরূপাখ্যং তং বন্দে রাধিকাভিধম্॥

(পদ্যার্থ) শ্রীল বৃন্দাবনেশ্বরী, শ্রীমতী রাধাসুন্দরী, যিহোঁ সর্ব্বগুণের আশ্রয়। শ্রীগদাধর পণ্ডিত, মোর প্রভুবর খ্যাত, বন্দি হেন রাধাগদাধর॥ গৌরাঙ্গ মহাভাবের, যিহোঁ হয় পুষ্টিকর, প্রেম দিয়া করে যে উদ্ধার। মহাভাব এব যাঁর, স্বরূপ নিশ্চয় সার, বন্দি হেন রাধাগদাধর॥ যাঁর মুখপদ্ম হেরি, নবদ্বীপে গৌরহরি, হন বৃন্দাবন লীলাবিষ্ট। হেন গদাধর হয়, মহারাস রসাশ্রয়, বন্দি গদাধরপদ হৃষ্ট। যিহোঁ হয় গৌরাঙ্গের, পরম প্রেমের সার, বিদ্যানিধি দয়ার আস্পদ। মাধবের আনন্দন, অতিশয় ধীর হন, বন্দি রাধাগদাধর পদ॥ যাঁহারে দেখিয়া হন, শচীর আনন্দ মন, তাঁর প্রাণ সর্ব্বস্ব আধার। শোভন প্রেমস্বরূপ, খ্যাত হন যাঁর রূপ, বন্দি হেন

শ্রীনবদ্বীপলীলাব্ধৌ শৈশবে চাপলং মহৎ।
কৃতং যেন মহাসৌখ্যাত্তং বন্দে রাধিকাভিধম্॥
নীলাচলবিহারি-গৌরাঙ্গেন সমং কৃতম্।
প্রেমাম্বুদসুধা যেন তং বন্দে রাধিকাভিধম্॥
গৌরাঙ্গেনার্পিতং গোপীনাথপাদাব্জ-সেবনে।
নীলশৈলে সদাবাসং তং বন্দে রাধিকাভিধম্॥
শ্রীরাধাভিধয়া গদাধর ইতি খ্যাতং মহীমণ্ডলে,
যৎ প্রেমাব্ধিকণালবেন সকলং মগ্নং জগৎ সর্ব্বদা।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্বুজং প্রভুবরং তং লোকনাথস্য মে,
কৃষ্ণপ্রেম সুধাশ্রয়াঙ্ঘ্রি যুগলং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং ভজে॥

ইতি শ্রীলোকনাথ গোস্বামি বিরচিতং শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

রাধাগদাধর॥ নবদ্বীপ লীলাচয়, সাগর সদৃশ হয়, শৈশবেতে চাপল্য মহান্। কৃত যিহোঁ মহাসুখে, বন্দনা করিয়ে তাকে, তিহোঁ রাধাগদাধর হন॥ শ্রীনীলাচলবিহারী, শচীর নন্দন হরি, তাঁর সঙ্গে শ্রীল গদাধর। প্রেমামৃত সুধারস, আস্বাদি হৈল অবশ, বন্দি হেন রাধাগদাধর॥ শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরে, অর্পিল গোপীনাথেরে, সেবা কৈল অতি হৃষ্ট মন। নীলশৈলে সদা বাস, করিল ক্ষেত্র সন্ন্যাস, করি রাধাগদাই বন্দন॥ শ্রীরাধিকা যাঁর নাম, গদাধর খ্যাত হন, ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ হয়েন। যাঁর প্রেম সমুদ্রের, কণালেশ জগতের, নিরন্তর ডুবে সব জন॥ লোকনাথ নাম মোর, প্রভু মম গদাধর, তাঁর পাদাব্জ সর্ব্বস্ব মম। যে শ্রীচরণ সেবিলে, কৃষ্ণপ্রেম সুধা মিলে, ভজন করি সে শ্রীচরণ॥ (সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীগদাধরাষ্টকং (শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্। ১২-৭)

১। রাধাকৃষ্ণ প্রকাশজনকং শ্রীরাধিকাসম্পুটং,
বৃন্দারণ্যসুখপ্রচারকমলং স্তম্ভাদিভাবান্বিতম্।

(অন্বার্থ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের রস, যিহোঁ করেন প্রকাশ, শ্রীরাধিকা সম্পুট যে হন। বৃন্দাবন সুখচয়, অতিশয় প্রচারয়, উদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভূষণ॥ মহাপ্রভু

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোর্ব্রজরসামোদাবতারাকরং,
বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্ ॥

২। গৌরপ্রেমবিতানদানকুশলং প্রেমার্থিনাং প্রেমদং,
সেবাধর্ম্ম বিধায়কং ত্রিজগতি স্বপ্রেম সম্পৎপ্রদম্।
মাদৃগ্ দুঃখমতঙ্গদারণহরিং গৌরাঙ্ঘ্রি সেবাসুখং,
বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্ ॥

৩। শ্রীচৈতন্যহরেরনন্যমহসঃ প্রেমাস্পদং ভূতলে,
রাধাকৃষ্ণ রসাব্ধিনা জগদিদং মগ্নাকৃতং যেন তম্।
শ্রীগৌরাঙ্গহরেরনন্যদয়িতং গৌরাঙ্ঘ্রি ভাজাং বরং,
বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্ ॥

৪। তীর্থন্যাস সদাদৃতং স্ববপুসা শ্রীপুণ্ডরীকপ্রিয়ং,
রাধাকৃষ্ণ নবোজ্জ্বলপ্রঘটিতপ্রেমপ্রকাশাস্পদম্।
ভূগর্ভাদিযদীয়ভক্তসকলপ্রেমপ্রদাঙ্ঘ্রি দ্বয়ং,
বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্ ॥

৫। শ্রীমদ্রাসরসাদিসন্মসুখদং শ্রীগৌরদেহাদ্বয়ং,
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজৈকভজনদ্বারাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহম্।

গৌরাঙ্গের, ব্রজরস আনন্দের, প্রকাশের যে এক কারণ। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ ॥ গৌরপ্রেম বিস্তারিতে, চতুর যে তাহা দিতে, প্রেমার্থিকে যিহোঁ প্রেম দেন। সেবাধর্ম্মের বিধান, ত্রিজগতে যে করেন, স্বপ্রেম সম্পদ করেন দান ॥ মাদৃগ্ দুঃখ মহাহাতী, বিদারিতে সিংহগতি, গৌরাঙ্ঘ্রি সেবাতে সুখী হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ ॥ অতুল প্রভাব যাঁর, হেন প্রভু গৌরাঙ্গের, ভূতলে যে অতি প্রিয় হন। রাধাকৃষ্ণ রসাব্ধিতে, দুঃখিত হেন জগতে, ডুবাইয়া সবে দিল প্রেম ॥ যাঁহা হৈতে প্রিয় আর, নাহি শ্রীল গৌরাঙ্গের, গৌরপ্রিয়ে শ্রেষ্ঠ যিহোঁ হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, করি তাঁর চরণ বন্দন ॥ না ছাড়ি ক্ষেত্রসন্ন্যাস, দেহ দ্বারা কৈল বাস, পুণ্ডরীক প্রিয় যিহোঁ হন। রাধাকৃষ্ণ নবোজ্জ্বল, প্রেম অতি সুনির্ম্মল, প্রকাশকারণ যিহোঁ হন ॥ শ্রীভূগর্ভ প্রভৃতির স্বকীয় প্রিয়জনের, প্রেমপ্রদ যাঁহার চরণ। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, করি তাঁর চরণ বন্দন ॥

শ্রীমদ্‌গৌরগণাশ্রয়াশ্রয়জনাভীষ্টপ্রদাগ্রেসরং,
বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং পণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌ ॥

৬। ভূগর্ভাদিমদীয়কাসু তনুষু প্রেমপ্রকাশীকৃতং,
ব্রহ্মানন্তশিবামরাদিসকলাগম্যং রসালম্বনম্‌।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্বুজং নবনব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তদং,
বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌ ॥

৭। বৃন্দারণ্যসুসেবনাদিসকলং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ,
যেনাসঙ্খ্যমদায়ি তচ্চ সুখদং শ্রীগৌরলীলামৃতম্‌।
বৈরাগ্যৈকনিদানমার্গসকলং দ্রষ্টারমস্মাসু তং,
বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌ ॥

৮। স্বর্ণাভং সুমুখং দয়ালুমমলং মাদৃগ্‌ জনানন্দনং,
বৈরাগ্যৈকসুসীম কৃষ্ণদয়িতামুখ্যং দ্বিজেন্দ্রং প্রভুম্‌।
গৌরপ্রেমসুধাশ্রিতৈকশরণং প্রেমস্বরূপাকৃতিং,
বন্দে শ্রীলগদাধরং গুরুমহং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং প্রভুম্‌।

রাসরস সুখচয়, যাঁহার কৃপায় পায়, যিহোঁ গৌর হৈতে ভিন্ন নয়। যাঁর পাদপদ্মাশ্রয়, বিনা গৌরভক্তি নয়, শিবানন্দ কহিল নিশ্চয় ॥ গৌরগণের আশ্রিত, যিহোঁ তাঁদের আশ্রিত, তাঁর শ্রেষ্ঠ অভীষ্টদ হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি তাঁর যুগল চরণ ॥ মদীয়তা ভাবাপন্নে, ভূগর্ভাদি নিজজনে, যিহোঁ প্রেম প্রদান করয়। ব্রহ্মা অনন্ত লক্ষ্মীর, শম্ভু আদি দেবতার, অগম্য প্রেমের যে আশ্রয় ॥ আমার সর্ব্বস্ব ধন, যাঁর পাদপদ্ম হন, নবভক্তি সিদ্ধান্তদ হন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ ॥ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের, রম্য শ্রীবৃন্দাবনের, যতেক আছয়ে সুসেবন। রাধাদাসী ভাবময়, গৌরলীলা যুত হয়, হেন সুখ সেবা সে দিলেন ॥ বৈরাগ্য আদিকারণ, যে সকল মার্গ হন, দেখাইল যিহোঁ মাদৃগ্‌ জনে। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর, বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ ॥ যাঁর অঙ্গ স্বর্ণকান্তি সুমুখ দয়ালু অতি, মাদৃগ্‌ জনের আনন্দকর। যাঁর বৈরাগ্য অসীম, কৃষ্ণদয়িত প্রধান, প্রভু মোর হন দ্বিজবর ॥ গৌরপ্রেম যাঁর ধন, সে যাঁর আশ্রিত হন, মহাভাব স্বরূপ হয়েন। হেন প্রভু গদাধর, পণ্ডিতাখ্য গুরুবর,

৯। শ্রীগৌরস্য গদাধরস্য সুধিয়োভেদং ন পশ্যন্তি যে,
বুদ্ধ্যাতৈ পরিপঠ্যতাং খলু তদা শ্রীপণ্ডিতস্যাষ্টকম্।
রাধাকৃষ্ণরসাব্ধিপানজনকশ্লোকং সতাং বল্লভং,
শ্রীগৌরাঙ্গগদাধরাঙ্ঘ্রিকমলং নিত্যং যদা প্রার্থ্যতে॥
১০। নিখিলনিগমসারং শ্রীমদীশাষ্টকং যঃ,
স্মরতি পঠতি নিত্যং শ্রীশিবানন্দদকন।
ভনিতমিদমপূর্ব্বং শ্রীলগৌরাঙ্ঘ্রিপদ্মা-
সবসুমধুরভাবং প্রাপ্নুয়াৎ প্রেমন্নাক্ সঃ॥

শ্রীশিবানন্দচক্রবর্ত্তিবিরচিতং শ্রীগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ॥ শ্রীগৌরগদাধরের, পাদপদ্ম মাধুর্য্যের, যদি কেহ সদা প্রার্থী হয়। সে গৌরগদাধরেতে, ভেদ না রাখিবে চিতে, তাঁহাকেই সুবুদ্ধি কহয়॥ তাঁহারাই পাড়বেক, শ্রীগদাধর অষ্টক, সজ্জনের অতি প্রিয় হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলারস, সাগরের নাহি শেষ, ইথে সব পান করা হয়॥ নিখিল নিগম সার, মদীশ্বর অষ্টকের, ভনিতা শ্রীশিবানন্দ হয়। নিত্য করিবে স্মরণ, পাঠ করে অনুক্ষণ, তাহাতে অপূর্ব্ব ফল হয়॥ শ্রীশচীরনন্দনের, শ্রীচরণ কমলের, মকরন্দ সুশীতল হয়। তাহে রাধাদাসী ভাব, পাবে, যাবে দুঃখ সব, প্রেমানন্দে ডুবিবে সদায়॥ (সমাপ্ত)

শ্রীল শ্রীগদাধরাষ্টকম্ (পৃথ্বী ছন্দঃ)

১। প্রভুপ্রিয় গদাধরঃ প্রিয়গদাধরোহি প্রভুঃ,
প্রতীত ভুবনত্রয়ং সততমেষ আনন্দয়ৎ।
স্বয়ং প্রণয়মাধুরী জগতি কেন নাস্বাদিতা,
গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥
২। ব্রজেশপুরসুন্দরীরসঝরীনালিকা,
নিকারবহুকারিনা রভসকেলিরধ্যাপিতা।

গদাধর অতিপ্রিয় প্রভু গৌরাঙ্গের। শ্রীগৌরাঙ্গ অতি প্রিয় প্রভু গদাইর॥
সেই প্রভু গদাধর বড় কৃপাবান্। আনন্দিত করে সদা সকল ভুবন॥
তাঁর কৃত প্রণয়মাধুরী যেইজন। নাস্বাদিল ত্রিভুবনে নাহি হেন জন॥

ত্বমাস্বপি বরা হরে ত্বমসি যৎপরং জীবনং,
গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্ ॥

৩। বিদগ্ধনবরঙ্গিনীরসসুধাসরিৎসঙ্গিনো,
মহারসমহোদধে কতি রসোর্ম্ময়ো নির্ম্মিতাঃ।
ব্রজেন্দ্রতনয়স্তৈর্জগদলং ত্বয়া নাপ্যায়িতং,
গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্ ॥

৪। নবপ্রণয়িতা সুধাস্বদনমন্তরেনানিশং,
ক্ষণঃ ক্ষণশতং ভবেৎ ক্ষণাদিকা তহৃৎত্রাসিকা।
যুবাং মিথুনলীলয়া বিলসিতং মনোমন্দিরে,
গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্ ॥

৫। অশেষগুণসংবৃতা ব্রজসুধাকরপ্রেয়সী,
ভবন্তমিহ কা পরা শ্রয়তি বার্ষভানবাপি।
অতঃ প্রবলয়া ধিয়া প্রণতবৎসল প্রার্থয়ে,
গদাধর মতি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্ ॥

হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মোর প্রতি কর ॥
ব্রজপুর সুন্দরীর রসের প্রবাহ। তাহার প্রস্রবণের প্রণালিকা যেহ ॥
তুমি অধ্যাপিকা হেন প্রবল কেলির। শ্রীকৃষ্ণ শিখয়ে তাহা নিকটে তোমার ॥
ওহে রাধে তুমি সব গোপীর ঈশ্বরী। তোমারে জীবনধন করিয়াছে হরি ॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মোর প্রতি কর ॥
চতুরারসিকা নব রঙ্গিনীর গণ। তাঁহাদের রসসুধা নদী নানা হন ॥
শ্যাম মহারসাব্ধিতে সে নদী মিলিল। সে সমুদ্রে রাধা নানা তরঙ্গ নির্ম্মিল ॥
সেই শ্যামার্ণবে যেই তরঙ্গ হইল। তাহা জগজনের সুপ্রীতি সম্পাদিল ॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর ॥
নবপ্রণয়ের যেই সুধারস হয়। তাহা যদি নিরন্তর আস্বাদ না হয় ॥
শতক্ষণতুল্য সেই একক্ষণ হয়। হৃদয়ে সুত্রাস দায়ি জানিহ নিশ্চয় ॥
ওহে গদাধর মন মন্দিরে আমার। তোমরা যুগলরূপে করহ বিহার ॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর ॥
তোমাতে সমস্ত গুণ করিছে আশ্রয়। ব্রজবিধু কৃষ্ণ প্রীতি করয়ে তোমায় ॥
তোমা ছাড়ি অন্যে কেবা করয়ে আশ্রয়। অতএব বার্ষভানবি তুমি আশ্রয় ॥

৬। অয়ি ব্রজবনেশ্বরী! স্বতনুমাধুরীসারভূ,
ত্বমেব মাধুরাভিধপ্রণয়সারবারাংনিধিঃ।
অয়ি দ্বিজমহেন্দ্র! প্রণয়িলক্ষদক্ষাগ্রণি,
গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥

৭। স্তবন্তি যুবয়োর্গুণান্ শ্রুতিগণাঃ কিমন্যে পুন,
যুবাং নহি বিদাংবরাঃ শ্রুতিবিদাম্বরাশ্চক্রিয়ে।
নয়ন্তাপি জনান্ বহুস্বসুখভক্তিসংসেবনে,
গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥

৮। বিচিত্রিত সুখাস্পদং ভবভয়ার্ত্তিসংত্রাসনং,
ভবৎপদযুগং কদা রচয়তি স্বভাগ্যোদয়ম্।
ইদং হি মম মানসং ভজতি দুঃখমেবানিশং,
গদাধর ময়ি প্রভো কুরু কৃপাকটাক্ষচ্ছটাম্॥

৯। ইমাং হরিরতিপ্রদাং রসবিদাং রসৈকাস্পদং,
পঠতাপি মুহুঃ সুধাঝরকরান্বিতাং য স্তুতিম্।

ওহে প্রভো! প্রণতবৎসল হও তুমি। এই হেতু তব পদ আশ্রিয়াছি আমি॥
হেন প্রভু গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর॥
অয়ি ব্রজেশ্বরী! তব উপমা না হয়। স্বীয় তনু মাধুর্যের তুমিই আশ্রয়॥
মধুর রসের যেই সুধার্ণব হয়। তুমিই একমাত্র তাহা জানিহ নিশ্চয়॥
ওহে প্রভো! মিশ্রপুরন্দর নন্দনের। দশ লক্ষ প্রণয়ির তুমি অগ্রসর॥
হেন প্রভো! গদাধর নিবেদন মোর। করুণাকটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর॥
ওহে গৌরগদাধর তোমাদের গুণ। শ্রুতিস্মৃতি শাস্ত্র সব করয়ে স্তবন॥
অত শাস্ত্রজ্ঞেতে যাঁরা বেদজ্ঞ প্রধান। তাঁরা তোমাদের স্তব না করিবে কেন?
ওহে প্রভো জীবে কর হেন ভক্তি দান। শ্রেষ্ঠানন্দ পায় করি যাহার সেবন॥
হেন প্রভো! গদাধর নিবেদন মোর। সুকৃপা কটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর॥
ওহে গদাধর তব চরণ কৃপায়। কবে হবে মোর হেন সৌভাগ্য উদয়॥
নানাবিধ সুখাস্পদ হবে যে কৃপাতে। ভয়ঙ্কর আর্ত্তিত্রাস যাইবে দূরেতে॥
আমার মনেতে সদা ইহাই জাগয়। কতদিনে হেন দুঃখ দূরেতে পলায়॥
ওহে প্রভো গদাধর নিবেদন মোর। করুণা কটাক্ষচ্ছটা মম প্রতি কর॥
এই স্তুতি হয় সদা হরিরতিপ্রদ। রসবিদ্জনের হয় রসের আস্পদ॥

অভিন্নমতিতা হরেঃ স্ফুরতি তস্য লীলাদ্বয়ে,
প্রযচ্ছতি গদাধরো হি কুঞ্জসেবামপি ॥

ইতি শ্রীভূগর্ভ গোস্বামি বিরচিতং শ্রীশ্রীগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

ইহা হৈতে সুধা সদা হয়ত ক্ষরণ। হেন স্তুতি যেইজন করয়ে পঠন ॥
ব্রজলীলা গৌরলীলা হরি যে করয়। তাহাতে অভিন্ন মতি সে জনার হয় ॥
গদাধর তাঁর প্রতি সন্তোষ হইয়া। নিজ কুঞ্জ সেবা দেন হরষিত হৈয়া ॥

শ্রীল শ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং (পৃথ্বী ছন্দঃ ৮—৯)

১। কলিন্দনগনন্দিনী, তটনিকুঞ্জপুঞ্জেষু য,
স্তাতানবৃষভানুজা, কৃতিরনল্পলীলারসম্।
* নিপীয় ব্রজমঙ্গলো, য ম্বিহ গৌররূপোঽভবৎ,
স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

২। অদভ্রবিষয়াটবীগহনকুঞ্জপুঞ্জেচরং,
ত্বরস্বিকরপঙ্কজো য ইহ রাজমার্গেঽনয়ৎ।
জনং করুণাবারিধি র্ধরণীমণ্ডলে মাদৃশং
স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

৩। রহঃকুজনমণ্ডলীহরিঘটাশটাধূননৈ,
রতীব ভয়ভাগ্ জনং তমনুসর্পনেনাশ্বপাৎ।

কলিন্দনগের যিহোঁ তনয়া বিদিত। তাঁর তীরে নিকুঞ্জের পুঞ্জ শত শত ॥
শ্রীবৃষভানুনন্দিনী স্বরূপে তথায়। বহুবিধ লীলারস প্রকাশ করয় ॥
যাহা পান করি সে মঙ্গলময় হরি। নবদ্বীপে প্রকট হৈল গৌররূপ ধরি ॥
হেন প্রভু গদাধর শ্রীলগুরুবর। সর্ব্বদা কুশল মোর উপদেশ কর ॥
সুঘোর বিষয় রূপ অটবী কান্তারে। অতি গহন নিকুঞ্জ পুঞ্জের ভিতরে ॥
তাহা বিচরণশীল মাদৃশ এ জন। ব্যগ্র হস্ত ভক্তিমার্গে টানি আনিলেন ॥
সে হেন দুর্গম স্থানে পতিত আমারে। করুণাবারিধি প্রভু করিল উদ্ধারে ॥
হেন প্রভু গদাধর শ্রীলগুরুবর। সর্ব্বথা কুশল মোর উপদেশ কর ॥

---

* যদা তীব্রপ্রযত্নেন হংযোগাদেরগৌরবম্।
ন ছন্দোভঙ্গমপ্যাহুস্তদা দোষায় সূরয়ঃ ॥

চকর্ত্ত নিগড়ং দ্রুতং স্বজনগেহরূপঞ্চ যঃ,
স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

৪। অনন্তগুণকীর্ত্তনে সদপি গৌররূপপ্রভোঃ,
প্রভূর্ভবতি যঃ স্বয়ং বিবিধভাবভাভাসিতঃ।
নিমজ্জয়তি যো জনান্ ভজনজহ্নুকন্যাজলে,
স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

৫। হরির্নটনচাতুরীং সরসিকুঞ্জপুঞ্জাগ্রজা,
মমন্দমদনাসবৈঃ স্বজনমণ্ডলোন্মাদিকাম্ ॥
ইতি স্ফুটতরাংগিরং বদতি লজ্জিতঃ স্বেষু যঃ,
স মে দিশতু ভাবুকং প্রভুঁ গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

৬। প্রভো কঠিনশেখরস্ত্বমসি বেদ্মি তত্ত্বং তব,
যদা ভ্রমসি কাননে রহসি দেব! মানতাজঃ।
উদার্য্য (ইতীর্য) গিরমুন্নতাং তপতি বেপতে যঃ স্বয়ং,
স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

খল কুজনমণ্ডলী সিংহ সমূহের। কেশর কম্পন দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর ॥
তাহা দেখি ভয় ভীত যে জন হয়। তাঁর পিছে যাঞা শীঘ্র তাঁহাকে রাখয় ॥
স্বজন গৃহাদি দৃঢ় লৌহ বেড়ী হয়। কৃপাকরি যিহোঁ তাহা শীঘ্র কাটি দেয় ॥
হেন প্রভু গদাধর শ্রীল গুরুবর। মঙ্গল যাহাতে তাহা উপদেশ কর ॥
যাঁহার বিবিধ গুণের সামা নাহি হয়। হেন শ্রীল শচীসুত জগতে কহয় ॥
তাঁর গুণাবলী যিহোঁ করিতে কীর্ত্তন। বিবিধ ভাবচ্ছটাতে শোভিত হয়েন ॥
প্রভু এত দয়ালের শিরোমণি। পতিত জনারে ভক্তি গঙ্গাতে ডুবায় ॥
শ্রীল গুরুবর হেন প্রভু গদাধর। আদেশ করুন মোর যাহা শ্রেয় কর ॥
রাধাকুণ্ড কুঞ্জপুঞ্জ অগ্রভাগে স্থিত। প্রেমোন্মত্ত হৈয়া রাধা যে করিল নৃত্য ॥
অত্যন্ত চাতুরী তাহে প্রকাশ হইল। যাহা দেখি সখীগণ উন্মাদিনী হৈল ॥
হেন কথা সখী মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিল। তাহা শুনি যিহোঁ অতি লজ্জিত হইল ॥
শ্রীল গুরুবর হেন প্রভু গদাধর। আদেশ করুন যাহা মোর শ্রেয় কর ॥
ওহে প্রভু তুমি হও কঠিন শেখর। ভালরূপে তব তত্ত্ব জ্ঞাত যে আমার ॥
মনে করি দেখ রাসে একাকিনী মোরে।
ফেলিয়া লুকাইলে তুমি বনে অতি ঘোরে ॥

৭। প্রভো তপননন্দিনী জলবিহার লীলায়িতং,
রহস্মৃতিপথং কথং ক স বনায় নায়াতি তে।
উদীর্য (ইতীর্য) গতচেতনো ভবতি প্রভোরগ্রতো যঃ,
স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ॥

৮। অনল্পহরিকীর্ত্তনে হরতি চিত্তবিত্তং বলাৎ,
তমস্ততিনিকৃন্তনে ভবতি চণ্ডরোচিশ্চ যঃ।
প্রতপ্ততনুসেচনে শিশিরবারি পুরো হি যঃ।
স মে দিশতু ভাবুকং প্রভু গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ॥
ইতি শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্য গোস্বামিবিরচিতম্।
শ্রীশ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং স্বাঙ্গী কুর্ব্বন্তু বৈষ্ণবাঃ।

শ্রীপরমানন্দগোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীরাধাগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্।

এইমত উচ্চৈস্বরে বলিয়া বলিয়া। তাপিত অন্তরে কহে কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥
শ্রীল গুরুবর হেন প্রভু গদাধর। আদেশ করুন যাতে মোর শ্রেয় কর॥
ওহে প্রভু তুমি যে একান্তে লীলা কৈলে। রাধার সে জলকেলি স্মরণ হইলে॥
প্রেম বৈচিত্র ভাবেতে সমীপে তোমার। বল কেন না আইল প্রাণনাথ মোর॥
এইমত উচ্চৈস্বরে বলিয়া বলিয়া। প্রভুর অগ্রেতে পড়ে অচেতন হৈয়া॥
শ্রীল গুরুবর হেন প্রভু গদাধর। আদেশ করুন মোরে যাহা শ্রেয়স্কর॥
কৃষ্ণনাম অতিশয় যে করে কীর্ত্তন। বলেতে তাঁহার মন হরয়ে যেজন॥
জীবের অজ্ঞানতম করিবারে দূর। যিহোঁ হয় অতিচণ্ড কিরণ সূর্য্যের॥
অতি তাপিত শরীর সিঞ্চন বিষয়ে। যমুনার সুশীতল জল যিহোঁ হয়ে॥
শ্রীল গুরুবর হেন প্রভু গদাধর। করুন আদেশ মোরে যাহা হিতকর॥
পরমানন্দগোস্বামিকৃত স্তোত্র হন। বৈষ্ণবগণ সদায় করুন পঠন॥ সমাপ্ত।

শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গপাসনাতত্ত্ব সন্দর্ভ
শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গ লীলামৃত

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি রচিত শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত ধৃত শ্রীলোচন দাস কৃত তিনটি পদে শ্রীগদাধর প্রভুর অতি সংক্ষেপে তত্ত্ব, মহিমা এবং তাঁহার ভজনে গুণ, অনাদরে দোষ ? ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রথম পদ—

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ সুন্দর। এক আত্মা প্রকট ভাব দুই কলেবর॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ নবযুবদ্বন্দ্ব। ইদানীং প্রকট গদাধর গৌরচন্দ্র॥
মহাভাব স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী। সেই এই গদাধর পণ্ডিতাবতারী॥
রসরাজময় মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন। সেই এই গৌরচন্দ্র পূর্ণ প্রকটন॥
রাগানুগামার্গে যে ভজিতে সাধ করে। পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্যগণ অনুসারে॥
এ সবার অনুগা বিনা ব্রজপ্রাপ্তি নাই। অতএব তাঁর শিষ্য ব্রজের গোসাঞি॥
যাঁর লাগি লক্ষ্মীদেবী অন্তর্ম্মনা হৈয়া। অদ্যাবধি তপ করে তাঁহার লাগিয়া॥
তথাপি না পায় সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন। তিহোঁ যাঁর প্রেম বশ হয় অনুক্ষণ॥
সেই রাধা হয় এই পণ্ডিত গোসাঞি। গৌর প্রেম সুধারস পাই যাঁর ঠাঁই॥
অতএব তাঁরে যেবা হয় রতি হীন। প্রেম ভক্তি নাহি তাঁর হয় মহাদীন॥
ইহাতেও যেইজন না করে বিশ্বাস। কোটি জন্মে নাহি ত্রাণ তাঁর সর্ব্বনাশ॥
গদাধর গৌরাঙ্গ পদে এই নিবেদন। সে সকল সঙ্গ যেন না হয় কখন॥
পাষণ্ড আলাপ সঙ্গ সেই মোর ভাল। পণ্ডিত নিন্দুক সঙ্গ সেই মোর শেল॥
মদীরা সেবন মোর চিতে যদি ভায়। তথাপি তাঁহার সঙ্গ ভয় লাগে গায়॥
গদাধর গৌরাঙ্গ পদাম্বুজ করি আশ। চরণে শরণ মাগে এ লোচন দাস॥

—★—

দ্বিতীয় পদ—

গদাধর গদাধর গদাধর আশে। গদাধর গাই যেন ব্রজপুর বাসে॥
গদাধর নাম লৈয়া হইব উদাসীন। খাইব করঙ্গে জল পরিব কৌপীন॥
এই সে মনের আশা হয় বহুদিনে। গদাধর গৌর প্রেম শুনিব শ্রবণে॥
সেই গুরু সেই শিষ্য তোমাকে যে জানে। তোমা ছাড়ি ভক্তি করে চক্ষুহীন জনে॥
গদাধর পাদপদ্মে এই অভিলাষ। চরণে শরণ মাগে এ লোচন দাস॥

—০—

তৃতীয় পদ—ভক্ত ভজ মন, মাধব নন্দন, গদাধর যাঁর নাম।
তাঁহার চরণ, যে করে শরণ, সেই যায় ব্রজধাম॥
বহু সখা সঙ্গে, কুতুহল রঙ্গে, সেবি সুখী কৈল শ্যাম।
পূর্ব্বে ব্রজপুরে, বৃষভানুঘরে, ধরিয়া রাধিকা নাম॥

এবে গৌর সঙ্গে, অবতরি রঙ্গে, হইলা বৈরাগী বেশ।
নীলাচলে আসি, ভক্তসঙ্গে বসি, তারিলা অনেক দেশ॥
সে প্রেম পাথারে, জগত সাঁতারে, তাপ গেল সব নাশ।
প্রেমের সায়রে না দেখে পামরে, কহে এ লোচন দাস॥

...—:০:—...

শ্রীগদাধর প্রভুর আবির্ভাব লীলা—(পাহিড়ী) শ্রীনরহরিসরকার কৃত।

ধন্য ধন্য বলি যেন, চারি যুগ মধ্যে হেন, কলির ভাগ্যের সীমা নাই।
সুন্দর নদীয়াপুরে, মাধব মিশ্রের ঘরে, কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই॥
বৈশাখের কুহুদিনে, জনমিলা শুভক্ষণে, গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর।
শ্রীমাধব রত্নাবতী, পুত্র মুখ দেখি অতি, উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর।
কিবা গদাধর শোভা, সবার নয়ন লোভা, যেন কত আনন্দের ধাম।
ঝলমল করে বর্ণ, জিনিয়া সে শুদ্ধ স্বর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুপম॥
দেখিতে আইসে লোক, পাশরিয়া দুঃখ শোক, পরস্পর কহে কুতুহলে।
মাধব মিশ্রের ভাগ্য, হৈল হেন পুত্র লভ্য, না জানি কতেক পুণ্য ফলে॥
বিপ্রপত্নীগণ আসি, আনন্দ সাগরে ভাসি, রত্নাবতী মায়ে প্রশংসিয়া।
দেখিয়া সোনার সুতে, ধান্য দুর্ব্বা দিয়া মাথে, আশীর্ব্বাদ করে হর্ষ হৈয়া॥
গদাধর প্রভাবেতে, বিবিধ মঙ্গল যাতে, বন্দিগণ করে ধাওয়া ধাই।
নরহরি কহে যেন, জনমে জনমে হেন, গদাই চাঁদের গুণ গাই॥

—০:*:০—

(শ্রীগদাধর প্রভুর লীলা সংক্ষেপেতে বর্ণন)

আমোর করুণাবান, অনাথ জনার প্রাণ, গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
জগতের চিত্তচোরা, গোকুল নাগর গোরা, যাঁর রসে উল্লাস সদাই॥
যাঁর মুখ নিরখিয়া, ভূমে পড়ে মুরছিয়া, তিলেক ধৈরজ নাহি মানে।
জলকেলি পাশাসারি, ফাগু খেলা আদি করি, কীর্ত্তনে নর্ত্তন যাঁর সনে॥
গদাধর প্রভু গুণে, দিবানিশি নাহি জানে, সুখের সায়রে সদা ভাসে।
প্রভুর মনেতে যাহা, সময় বুঝিয়া তাহা, যোগায়েন রহি প্রভু পাশে॥
একদিন্ শচীমাতা, তাম্বুল অর্পণে তথা, দেখি গদাধরের প্রতাপ।
ধরিয়া গদাই হাতে, কহে নিমাঞির সাথে, সতত রহিবে মোর বাপ॥

গৌরাঙ্গ গমন যথা, গদাধর চলে তথা, তিলেক ছাড়িতে নারে সঙ্গ।
শ্রীবাস অদ্বৈত মনে, কত সুখ ক্ষণে ক্ষণে, দেখি গোরা গদাধর রঙ্গ॥
গদাই গৌরাঙ্গ অঙ্গে, চন্দন লেপয়ে রঙ্গে, মালতীর মালা দিয়া গলে।
না জানি কি করে হিয়া, প্রাণনাথে নিরখিয়া, ভাসে দুটি নয়নের জলে॥
প্রভুর শয়ন ঘরে, শয্যার রচনা করে, শয়ন করিলে গোরা রায়।
গদাই সমীপে শুঞা, পূর্ব্ব কথামৃত দিয়া, কত ভাব উথলে হিয়ায়॥
গৌরাঙ্গ গোকুল শশি, এ হেন আনন্দে ভাসি, নবদ্বীপে করিয়া বিহার।
জানাইয়া গদাধরে, পুরুব প্রেমের ভরে, করিল সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥
শ্রীকেশের অদর্শনে, যে হৈল গদাই মনে, তাহা কে কহিবে এক মুখে।
নীলাচলে প্রভু সহে, গিয়া গোপীনাথ গৃহে, বাস নিয়মিত সেবা সুখে॥
তথা প্রভু মহাসুখে, পণ্ডিত গোসাঞির মুখে, শুনেন শ্রীভাগবত কথা।
সে কথা অমৃত পানে, ধারা বহে দুনয়নে, কিবা সে অদ্ভুত প্রেম প্রথা॥
প্রভু নীলাচল হৈতে, শ্রীগৌড় মণ্ডল পথে, গমন করিতে বৃন্দাবনে।
গদাইর নির্ব্বন্ধ যাহা, সেই ক্ষণে ছাড়ি তাহা, চলে নিজ প্রাণনাথ সনে॥
গৌরগদাধর দোঁহে, সে সময় যাহা কহে, তাহা শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে।
কতনা শপথ দিয়া, গদাধরে ফিরাইয়া, চলে প্রভু কাতর অন্তরে॥
গদাই 'গৌরাঙ্গ' বলি, কাঁদে দুই বাহু তুলি, ভূমে পড়ে মুরছিত হৈয়া।
সার্ব্বভৌম আদি যত, গদাধরে কহি কত, নীলাচলে চলে যত্নে লৈয়া॥
গদাইর ব্যাকুল প্রাণ, না ভায় ভোজন পান, বহে বারি নয়ন যুগলে।
কে বুঝে এ প্রেম ধারা, কতেক দিবসে গোরা, আসিয়া মিলিলা নীলাচলে॥
পরাণ নাথেরে পাঞা, গদাই আনন্দ হিয়া, বিচ্ছেদ বেদনা গেল দূরে।
আহা মরি মরি ভাই, ভুবনে উপমা নাই, গদাইর গুণে কে না ঝুরে॥
প্রভু নিত্যানন্দ ভালে, যাঁর লাগি নীলাচলে, আনিলা তণ্ডুল গৌড় হৈতে।
গদাধর পাক কৈল, ভক্ষণে যে সুখ হৈল, তাহার তুলনা নাই দিতে॥
নিত্যানন্দ বিমুখেরে, গদাই দেখিতে নারে, সে না দেখে গদাই বিমুখে।
কহে দাস নরহরি, গাও গাও মুখ ভরি, এ হেন গদাই গুণ সুখে॥

—///০///—

শ্রীগদাধর প্রভুর অঙ্গের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণন। (যথারাগ)

গদাধর পরম সুঘর রসধাম। রুচির গৌর তনু, তনুরুচি রুচিকর,

তছু নিরমঞ্ছন করু কত কাম (ধ্রু) ॥ ও মুখ কমল, কমলবন বিজিত, সুচারু মকরন্দ সদৃশ মৃদু হাসি। ঘন ঘন নয়ন, চষক ভরি ভরি পরি, পীয়ত চিও মধি অধিক উল্লাসি ॥ ও মৃদু মধুর, বচন রচনা নব, নিন্দিত জগ বশীকরণ সুমন্ত্র। শুনত লুবধ শ্রুতি, শ্রুতি বাঞ্ছত বহু, বিসারিত বেদ শ্রবণ শ্রুতি তন্ত্র ॥ পুরুব চরিত চিত, চিন্তি অথির ধৃত, গতি বিরহিত অতিশয় সুখে ভাসি। দূরে রহু হেম, প্রেম নিরুপম বর, নরহরি গুপত বেকত হেরি হাসি ॥ (বেলোয়ার) জয় জয় শ্রীল, গদাধর পণ্ডিত, মণ্ডিত ভাব ভূষণ অনুপাম। শ্রীচৈতন্য অভিন্ন, শকতি গুণনাম, ধন্য সুদুর্গম যছু রসধাম ॥ কিয়ে বিধি জগজন দুরগতি জানি। শ্রীবৃন্দাবন, মধুর ভজন ধন, সম্পদ সার মিলায়ল আনি ॥ (ধ্রু) গর গর গৌর, প্রেম ভরে ঝর ঝর, অরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি। ক্ষণেকে স্তবধ, শবদ ক্ষণে গদ গদ, আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি ॥ নব অনুরাগী, লাগি রহ অন্তর; উথলয়ে ক্ষণে নব জলধি তরঙ্গ। দাস শিবাই, আওই ক্ষীণ দীনজন, না পাওল সতত অসত পথ রঙ্গ ॥

=◦★◦=

শ্রীশ্রীরাধামাধব-স্তবঃ

জয় কৃষ্ণ কৃপাময় কল্পতরো, গুণ গৌরব বিশ্রুত বিশ্বগুরো।
ময়ি দেহি দৃশং ভব দুঃখ সহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥১॥
শিখি বর্হ বিভূষিত মৌলিবর, মুনিমানস মোহন মূর্ত্তিধর।
চির কেলি পর ব্রজভূমি রুহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥২॥
জগদীশ্বর! নশ্বর বিশ্বহিতং, তব ভাস্বর রূপমিদং বিহিতম্।
হৃদয়ং ব্যথিতং ভবতো বিরহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥৩॥
ব্রজবালক লালন কৃত্য পটো, নিজ গোধন পালন দক্ষ বটো।
কৃত রক্ষণ ভীষণ দাবদহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥৪॥

যমুনা হ্রদ শোধন তীব্র বিষাদ্, ব্রজ জীবন তাণ্ডব দণ্ড মিষাং।
চরণপ্রদ নাগ-ফনা নিবহে। জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥৫॥
গিরিরাজ তটে ঘৃতদান মহে, ধৃত হেম ঘটে রমণী নিবহে।
কৃত কৌতুক ! কেলি কলা কলহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥৬॥
তুলসীদল চন্দন মাল্য মর্য্যৈর্দয়িতালি বিনির্মিত বেশচয়ৈঃ।
পরিশোভিত ! রম্য নিকুঞ্জ গৃহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥৭॥
মধুরাধর হাস্য সুধা সদনং, মুরলীবর বাদন কৃদ্ বদনম্।
অলিমাদন ! তদ্গত গন্ধবহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥৮॥
জয় রাধিকয়াশ্রিত বামতনো, হত দর্পদশা মতনো রতনোঃ।
রমণী মণি মণ্ডিত রাসমহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥৯॥
চরণাম্বুজ-মর্পয় দীনপতে, করুণা কণয়া মম মন্দমতেঃ।
শিরসি প্রণতে সিত কেশ-বহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥১০॥
ইতি দীন **বিনোদ** কৃত স্তবনৈর্নিজ চিত্ত বিনোদ কৃদ্ বচনৈঃ।
রতিরস্তু ভবচ্চরণাম্বুরুহে, জয় যাদব মাধব কেশব হে ॥১১॥

নিত্যধামগত-প্রভুপাদ-শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামি-বিরচিত শ্রীশ্রীরাধামাধব-স্তবঃ সমাপ্তঃ।

॥ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ ॥

শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাসগোস্বামি বিরচিতা

মনঃশিক্ষা

....০:*:০....

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু স্বজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরুরতিমপূর্ব্বামতিতরা
ময়ে স্বান্তভ্রান্তশ্চতুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥১॥
ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ নিরুক্তং কিলকুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুর পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর পতি সুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমাজস্রং ননু মনঃ ॥২॥
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতি জনু
যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচয়িতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদাত্মং শৃণু মনঃ ॥৩॥

হে মন! আমি তোমার চরণ ধরিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সর্ব্বথা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের, শ্রীব্রজধাম, ব্রজবাসিগণ সজ্জনবৃন্দ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণগণ, নিজমন্ত্র শ্রীহরিনাম এবং ব্রজের নবকিশোর যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ অবলম্বন কর ॥১॥

শ্রুতিগণ বর্ণিত ধর্ম ও অধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইও না, শ্রুতিগণ সর্ব্বোপাদেয়-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর। শ্রীশচীনন্দনকে নন্দীশ্বর পতির শ্রীনন্দ মহারাজের পুত্র বলিয়া এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ রূপে নিরন্তর চিন্তা কর ॥২॥

মন! যদি তুমি ব্রজভূমিতে অনুরাগের সহিত নিবাস করিতে ইচ্ছা কর, এবং সাক্ষাৎভাবে সেই মধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের সেবা করিতে ইচ্ছা কর,

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজমতি সর্ব্বস্বহরণীঃ
কথামুক্তি ব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোম নয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥৪॥
অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদ বিকট পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি প্রকটপথপাতিব্যাতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধাহন্যেহহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
করু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বং মনইতঃ ॥৫॥
অহে চেতঃ ! প্রোদ্যৎ কপট কুটিনাটী ভর খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মনমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধর পদ প্রেমবিলসৎ
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥৬॥

তবে শুন!—তুমি এই জীবনেই শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু, সগোষ্ঠী শ্রীরূপসনাতন গোস্বামি প্রভুকে প্রীতি ভরে সর্ব্বদা স্মরণ কর ॥৩॥

মন! বিবেক অপহারিণী অসৎ কথারূপিণী বেশ্যাকে তুমি পরিত্যাগ কর। মুক্তি-বার্ত্তা রূপিণী ব্যাঘ্রীর সমস্ত গ্রাসিনীর কথা কখনও শুনিও না। তুমি বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণেরও ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া এই ভৌমব্রজে নিজপ্রেমপ্রদাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর ॥৪॥

মন! সংসারের প্রকাশ্য পথে আক্রমণকারী কাম-ক্রোধ প্রভৃতি আসক্তিবর্গ, অনিত্য বিষয় চেষ্টারূপ দুঃখদ ভয়ঙ্কর রজ্জুর দ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমাকে যথেচ্ছ প্রহার করিতেছে—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমার্গ রক্ষক বৈষ্ণবগণকে তুমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচুরভাবে আহ্বান কর। যাহাতে তাঁহারা তোমাকে এই শত্রুগণের নিকট হইতে রক্ষা করেন ॥৫॥

মন! তুমি সর্ব্বদা প্রচুরতর কপট কুটি-নাটী সমূহরূপ ক্ষরণশীল গর্দ্দভ-মূত্রে স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমাকে কেন দগ্ধ করিতেছ? তুমি শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর পাদপদ্মের প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধা সমুদ্রে নিত্য স্নান করিয়া নিজেকে ও আমাকে অতিশয় সুখী কর ॥৬॥

প্রতিষ্ঠাশাধৃষ্ট্যা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু দয়িত সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহতং বেশয়তি সঃ ॥৭॥
যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রী গান্ধর্ব্বাভজনবিধয়েপ্রেরয়তি মাং
তদা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥৮॥
মদীশা নাথত্বে ব্রজবিপিন চন্দ্রং ব্রজবনে
শ্বরীং মন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে.তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ গুরুত্বে প্রিয়সরো
গিরীন্দ্রৌ তৎ প্রেক্ষালিলিতরতি দত্বে স্মর মনঃ ॥৯॥
রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্য কিরণৈঃ
শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।

মন! নির্লজ্জা চণ্ডালিনী প্রতিষ্ঠাশা যদি আমার হৃদয়ে নৃত্য করে, তবে, সাধুপ্রেম এই হৃদয়কে কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে? অতএব, তুমি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অদ্বিতীয় সামন্তের অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সর্ব্বদা সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশাকে শীঘ্র নিষ্কাষিত করিয়া এই হৃদয়ে সেই প্রেমকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন ॥৭॥

মন! এই গোষ্ঠে, কাকুতির সহিত তুমি শ্রীগিরিধারীর সেবা কর। যাহাতে তিনি সদয় হইয়া মাদৃশ শঠেরও দুষ্ট স্বভাব বিদূরিত করেন এবং আমাকে প্রেমামৃত প্রদান করেন ও শ্রীরাধিকার সেবা বিধানের নিমিত্ত আমাকে আদেশ করেন ॥৮॥

মন! ব্রজচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণকে আমার ঈশ্বরীর তর্থাৎ শ্রীরাধার ঈশ্বররূপে, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে নিজ ঈশ্বরীরূপে, ললিতাকে শ্রীরাধার অতুলনীয় সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে সকল শিক্ষা বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শনও প্রেমবিলাসে রতিদায়ক রূপে তুমি চিন্তা কর ॥৯॥

বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ নবীন ব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥১০॥
সমং শ্রীরূপেণ স্মর বিবশ রাধাগিরিভৃতো
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভন বিধয়ে তদ্‌গণ যুজোঃ।
তদিজ্যা ধ্যান শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিতং ত্বং ভজ মনঃ ॥১১॥
মনঃ শিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥১২॥

মন! নিজ সৌন্দর্য্যের কিরণে যিনি শ্রীরতিদেবী, শ্রীগৌরীদেবী ও শ্রীলীলাদেবীকে সন্তপ্ত করেন, সৌভাগ্য বল্লভের প্রিয়তার আতিশয্যে ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে পরাভূত করেন, প্রিয়তমের বশীকরণের দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রমুখ তরুণ ব্রজ ললনাগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী শ্রীরাধার ভজন কর ॥১০॥

মন! ব্রজে শ্রীরূপের সহিত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের গণসহিত কন্দর্প বিভোর শ্রীরাধাগিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবা লাভের উপায় প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইজ্যা, আখ্যান, ধ্যান, শ্রবণ ও নতি—এই পঞ্চবিধ অমৃতপান যথারীতি করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের ভজনা কর ॥১১॥

সযূথ শ্রীরূপের অনুগত হইয়া সমস্ত অর্থের জ্ঞান পূর্ব্বক মনঃশিক্ষাপ্রদ এই সর্ব্বোত্তম একাদশ শ্লোকের মধুর স্বরে যিনি উচ্চকীর্ত্তন করেন, তিনি এই গোকুল বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলীয় ভজনরত্ন লাভ করেন ॥১২॥

—★—

॥ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি বিরচিতম্

স্বনিয়ম দশকম্

…—:০:—…

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর শচীগর্ভজ পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মমরতিঃ ॥১॥
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু সনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্ গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্ ॥২॥
সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুলখেলাস্থলযুজং
ব্রজং সন্ত্যজ্যৈতদ্ যুগবিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি।
পুন র্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ় বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥৩॥

শ্রীগুরুচরণে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, প্রভুবর শ্রীশচীনন্দনের শ্রীচরণ-কমলে, সগণ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীপ্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু চরণে, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরাধামে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীগোষ্ঠে, শুদ্ধভক্তে এবং শ্রীগোষ্ঠবাসিজনে আমার নিরতিশয় প্রীতি হউক ॥১॥

কোনও ক্ষেত্রে শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত হইলেও এবং সজ্জন বৈষ্ণব সঙ্গ প্রাপ্ত করিয়াও প্রেমভরে রসাস্বাদন পূর্ব্বক তাহার ক্ষণকালও আমি বাস করিব না। কিন্তু এই ব্রজভূমিতেই এই সকল গ্রাম্য লোকের সহিতও বিবিধ আলাপ পূর্ব্বক প্রতি জন্মে বাস করিব ॥২॥

বহুকালের বিরহী হইলেও সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় লীলাস্থান সম্বলিত এই শ্রীব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে দীপ্তিমান্ শ্রীযদুপতিকেও

গতোন্মাদে রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্ট হৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমপি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥৪॥
অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতি মৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎ কারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং শূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥৫॥
অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈ বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎ প্রিয়কথাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটীদাম্ভিকতয়া
তদভ্যনে শীর্ণে ক্ষণমপি নযামি ব্রতমিদম্ ॥৬॥
অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্ত জনয়াহ
নয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেম নমিতঃ।

তাঁহার আদেশেও তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত স্বল্পকালের জন্যও আমি শ্রীদ্বারকায় যাইব না ॥৩॥

চিত্তের উন্মাদনায় শ্রীরাধা দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছেন, ইহা শুনিয়া আমি মন হইতেও অধিক বেগে, শ্রীগরুড় হইতেও দ্রুত বেগে শ্রীবৃন্দাবন হইতে উড়িয়া গিয়া শ্রীদ্বারকাতেই গর্ব্বিত হৃদয়ে পতিত হইব ॥৪॥

অনাদি অথবা আদি, কঠিন অথবা অতি কোমল, পদে পদে প্রকটিত অথবা কৃপা বিশিষ্ট অথবা নিতান্ত দয়া রহিত এইরূপ পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণ অধিক উৎকর্ষযুক্ত অথবা সামান্য নর মাত্রই হউন, এই গোষ্ঠে ব্রজরাজের এই এই পুত্র আমার প্রতি জন্মে প্রভুবর হউন ॥৫॥

বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ও শ্রীনারদাদি মুনিগণ যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণেরও একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রিয়তমা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকে অনাদর পূর্ব্বক যে কপটী ব্যক্তি দম্ভভরে একক শ্রীগোবিন্দের ভজন করে, আমি তাহার শুষ্ক সান্নিধ্যে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও যাইব না, ইহাই আমার ব্রত ॥৬॥

পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥৭॥
পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজনসমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভর বার্দ্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেহত্র কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥৮॥
ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসনপত্রাদিভিরহং
পদার্থৈ র্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতি মদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ ॥৯॥
স্ফুরল্লক্ষ্মী লক্ষ্মীব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভর লসদ্
বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা স্মরনিকরদীব্যদ্গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধবরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্যপ্রিয়তমজনস্যৈব চরমঃ ॥১০॥

শ্রীরাধা নামক উজ্জ্বল মুখ্য নাম ধারিণী ও সকল মানবকে প্রেমাপ্লুত কারিণীর সহিত যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভরে প্রণত হইয়া ভজন করেন, আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় প্রত্যহ প্রক্ষালন করিয়া সেই চরণামৃত অতি আনন্দের সহিত সদা পান করিয়া মস্তকে ধারণ করি ॥৭॥

শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রিয়তম জনবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বস্তুত অজ্ঞ, অতিশয় অন্ধ, ও নানা যাতনাপূর্ণ সমুদ্রে উপায়হীন রূপে নিপতিত আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক কাকুতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি,—স্বয়ং শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ শ্রীপাদপদ্ম সমীপে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করুন ॥৮॥

ব্রজধামোৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজ্য, বস্ত্র ও পত্রাদি দ্রব্যসমূহ দ্বারা দম্ভহীন ভাবে আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া নিয়ম সহকারে শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনেই বাস করিব এবং সময় হইলে প্রিয়তম সরোবরেই শ্রীরাধাকুণ্ডেই শ্রীজীব গোস্বামি প্রভৃতির সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব ॥৯॥

আমি প্রিয়তমজন শ্রীরূপের পশ্চাতে অবস্থিত হইয়াই কুঞ্জাদিতে

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজনিয়ম শংসি স্তবমিমং
পঠেদ্ যো বিস্রব্ধঃ প্রিয় যুগলরূপেহর্পিত মনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টোবসতি বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি সহি তেনৈব সহিতং ॥১১॥

ইতি শ্রীস্বনিয়মদশকং সম্পূর্ণম্ ॥

নির্জ্জনে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রকাশমান রূপরাশির পরাভবকারী রূপভরে শোভমান দেহা শ্রীরাধিকা ও কন্দর্পসমূহের ন্যায় দেদীপ্যমান শ্রীগিরিধারীর বিবিধ সেবা সানন্দে সম্পাদন করিব ॥১০॥

কোনও নিষ্কিঞ্চন জন কর্ত্তৃক রচিত নিজ নিয়ম সূচক স্তবটী যিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীরূপে অথবা প্রেম পরায়ণ শ্রীরূপ প্রভুতে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক বিশ্বাসের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি সময়ে ব্রজধামে নিশ্চয়ই স্থান লাভ করিয়া সানন্দে বাস করিবেন এবং শ্রীরূপ প্রভুরই সহিত আনন্দে নিশ্চয়ই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন ॥১১॥

ইতি শ্রীস্বনিয়মদশকের অনুবাদ সমাপ্ত।

—০—

॥ উপদেশামৃতম্ ॥

—=০★০=—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বা বেগমুদরোপস্থ বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিসহেত বীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥১॥
অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পোহনিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চলৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥২॥

কটু বাক্যের বেগ, মনের ক্রোধবেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ—এই সকল বেগকে সহ্য বা ধারণ করিতে যিনি সমর্থ, অর্থাৎ অযথা কটুবাক্য, ক্রোধ, লোভ, অধিক ভোজন উপস্থ ইন্দ্রিয়ে আসক্তি পোষণ না করেন, সেই বীর ব্যক্তিই সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য করিতে সমর্থ হন ॥১॥

অতি ভোজন, ব্যর্থ পরিশ্রম, অসম্বন্ধ প্রলাপ, ভজনের নিয়ম পালনে প্রমাদী, ভগবদ্ বিমুখজন সঙ্গ এবং বিষয়াদিতে ব্যক্তিগত ভোগ লালসা,

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎ কর্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গ ত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসীদতি ॥৩॥
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥৪॥
কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য
নিন্দাদি শূন্য হৃদমীপ্সীত সঙ্গলব্ধ্যা ॥৫॥
দৃষ্টৈঃ স্বভাব জনিতৈর্বপুষস্তদোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদকেণ পঙ্কৈঃ ব্রহ্ম দ্রবত্বমপগচ্ছতি নীর ধর্ম্মৈঃ ॥৬॥

এই ছয়টীর আচরণে ভক্তি বিনষ্ট হয় ॥২॥

শ্রীভগবৎ সেবা কার্য্যে উৎসাহ, শ্রীভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞান, নিজকৃতকর্ম্ম দুর্ব্বিপাকে ধৈর্য্য, অর্থাৎ (স্বকৃত কর্ম্মকৃত সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগে উদ্বিগ্ন না হওয়া) সেবানুকূল প্রসিদ্ধ কর্ম্মসমূহের যথাযথ অনুষ্ঠান, শ্রীভগবদ্‌বিমুখ জনের সঙ্গ ত্যাগ ও সদাচারের অনুসরণ, এই ছয়ের আচরণে ভক্তিদেবী হৃদয়ে বিরাজিত হন ॥৩॥

প্রিয় ব্যক্তিকে দান করা, তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা, গোপনীয় কথা বলা, গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করা, তাঁহার নিকট ভোজন করা ও তাঁহাকে ভোজন করান, ভগবদ্‌ভক্তরূপ পরম বান্ধবজনের সহিত এই ছয় প্রকার আচরণ প্রীতির লক্ষণ ॥৪॥

যাঁহারই মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে মনের দ্বারা আদর করিবে। যদি তিনি দীক্ষিত হন, তবে তাঁহাকে প্রণতি দ্বারাও সম্মান করিবে। যদি তিনি আত্ম সমর্পন করিয়া শ্রীপ্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে তাঁহাকে সেবার দ্বারা আদর করিবে। আর যিনি ভজনবিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন ও নিষ্কপট ঐকান্তিক ভাবাপন্ন এবং যাঁহার হৃদয় ব্যর্থ পরনিন্দা কীর্ত্তনাদি দোষে দূষিত নহে, তাদৃশ সজ্জনের সঙ্গে সততার সহিত কালযাপনের আকাঙ্ক্ষা করিবে ॥৫॥

জলে বুদ্বুদ, ফেন পঙ্ক প্রভৃতি গঙ্গাজলে বিদ্যমান থাকিলেও সেই গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব অর্থাৎ নিত্য পবিত্রতা নষ্ট হয় না, তদ্রূপ দেহের স্বভাবজনিত দোষ সমূহ ভক্তজনে পরিদৃষ্ট হইলেও, তাঁহাকে কদাচ প্রাকৃত

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা,
পিত্তোপতপ্ত রসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূল হন্ত্রী ॥৭॥
তন্নামরূপচরিতাদিষু কীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি জনানুগামী
কালং নয়েন্নিখিলমিত্যুপদেশ সারঃ ॥৮॥
বৈকুণ্ঠাজ্জনিতাবরামধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপানি রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত প্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥
কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া খ্যাতিং যযুর্জ্ঞানিন
স্তেভ্যো জ্ঞান বিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠা যতঃ।

ভাবে দর্শন করিও না, কারণ তিনি নিত্য পবিত্র ॥৬॥

অবিদ্যা পিত্তোত্তপ্ত রসনাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণনাম লীলা গুণাদিরূপ মিছ্রি রুচিকর হয় না, কিন্তু প্রতিদিন আদরপূর্ব্বক কৃষ্ণনামাদিরূপ মিছ্রি সেবন করিতে করিতে উহা ক্রমশঃই স্বাদু বোধ হইয়া থাকে, এবং সেই অবিদ্যারূপ পিত্ত রোগের মূল ধ্বংস করে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-লীলাদির স্মরণ কীর্ত্তনাদিতে মন ও রসনাকে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণানুরাগীজনের অনুগত হইয়া ব্রজে বাস করতঃ কালযাপন করিবে। ইহাই উপদেশের সার ॥৮॥

মথুরা বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাসোৎসব বশতঃ শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে উদার পাণি শ্রীগোবিন্দের কেলিবিলাসহেতু শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমামৃত প্লাবন হেতু শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ, শ্রীগোবর্দ্ধন গিরির তটদেশে অবস্থিত এই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ বিবেকী জন না করিবে ॥৯॥

কর্ম্মিগণ হইতে জ্ঞানিগণ শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, জ্ঞানিগণ হইতে জ্ঞানমুক্তগণ অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্ক লেশহীন ভক্তিপরায়ণগণ শ্রেষ্ঠ,

তেভ্যস্তাঃ পশুপাল পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥
কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডঞ্চাস্যা মুনিভিরভিত স্তাদৃগেব ব্যধায়ি ।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমাদঃ সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥১১॥

ইতি শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি পাদ শিক্ষার্থং শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি
পাদেনোক্তং শ্রীশ্রীউপদেশামৃতং সমাপ্তম্ ॥

তাদৃশ ভক্তগণ হইতে প্রেমনিষ্ঠগণ শ্রেষ্ঠ, ঈদৃশ ভক্তগণ হইতে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতি রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা, এবং শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ প্রিয়তম, অতএব কোন্ কৃতী ব্যক্তি এই শ্রীরাধাকুণ্ডকে আশ্রয় করিবেন না ? ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণের সমূহ প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়া রূপে ও তথা তদীয় কুণ্ড অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপেই মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছেন, সেই রাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ বর্গেরও সুলভ নহে, সাধারণ ভক্তের কথা আর কি বলিব ? উক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে একবার মাত্র স্নান করিলে ইনি স্নাত ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করিয়া থাকেন ॥১১॥

উপদেশামৃতের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠাদশকম্

॥ শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

…—:•:—…

ছিন্ন স্বর্ণ বিনিন্দি চিক্কণরুচিং স্মেরাং বয়ঃ সন্ধিতো
রম্যাং রক্ত সুচীন পট্ট বসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাং ।
উদ্ঘূর্ণচ্ছিতি কণ্ঠ পিচ্ছ বিলসদ্বেণীং মুকুন্দং মনাক্
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥১॥

যাঁহার অঙ্গের কান্তি সুবর্ণের মনোহর শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে, যিনি পরম মধুর হাস্ত-বিশিষ্টা, বয়ঃসন্ধিতে যিনি অতিশয় রমণীয়া, যাঁহার

যস্যাঃ কান্ত তনূল্লসৎ পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ স্ফুরদ্
গোপীবৃন্দ মুখারবিন্দ মধু তৎপ্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন্ বর্ত্মনি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দ ভৃঙ্গঃ সতাং
বৃন্দারণ্য বরেণ্য কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥২॥
শ্রীমৎ কুণ্ডতটী কুড়ুঙ্গভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং
তল্পে মঞ্জুলমল্লি কোমল দলৈঃ কৢপ্তে মুহুর্মাধবম্।
জিত্বা মানিনমক্ষ সঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ
যুক্তানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৩॥
রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণবিধুনা সার্দ্ধং সখীভির্বৃতাং
ভাবৈরষ্টভিরেব সাত্ত্বিক তরৈর্লাস্যং রসৈস্তন্বতীম্।
বীণা বেণু মৃদঙ্গ কিঙ্কিণিচলন্মঞ্জীর চূড়োচ্ছলদ্
ধ্বানৈঃ স্ফীতসুগীতমঞ্জু নিতরাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৪॥

পরিধেয় বসন অরুণ-বর্ণের, যিনি অতি মনোহর বেশে সুশোভিত হইয়াছেন। মস্তকস্থ বেণীমণ্ডলী বন্ধন কৌশলে নৃত্যশীল ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। যিনি নয়ন-কোণে শ্রীমুকুন্দদেবের প্রতি ঈষৎ বঙ্কিম দৃক্‌পাত করিতেছেন, এবং যিনি অতিশয় প্রসন্ন অন্তঃকরণা, সেই শ্রীরাধার ভজন আমি কবে করিব ? ॥১॥

শ্রীগোবিন্দ মধুকর, পরমা সুন্দরী ব্রজবালাগণের মুখারবিন্দের মধুপান অতিশয় প্রীতিপূর্ব্বক করিয়াও, উহাকে পরিত্যাগ করতঃ যাঁহার কমনীয় অঙ্গের প্রফুল্ল পরিমলে অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া মত্ততাবশতঃ পথে-পথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, বৃন্দাবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্পলতিকা সেই শ্রীরাধার সেবা সৌভাগ্য-লাভ আমার কবে হইবে ? ॥২॥

পরম শোভিত শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থ নিকুঞ্জ-মন্দিরে মনোহর মল্লিকা কুসুমের সুকোমল-দল নির্ম্মিত শয্যায়, কেলি-পরায়ণ ব্যক্তিসকলের শিরোমণি দর্পান্বিত মাধবকে পাশকক্রীড়া-সমরে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া উপহাস করিবার নিমিত্ত, যিনি সহাস্য অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে স্বীয় সখীগণকে নিযুক্ত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধার ভজন আমি কবে করিব ? ॥৩॥

রাসলীলায় সখীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমরসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত অষ্টমহাসাত্ত্বিক-ভাবে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী, চঞ্চল নূপুর, চুড়ী প্রভৃতির উচ্ছলিত শব্দ পরিপুষ্ট সুমধুর গীত সহকারে যিনি রসময় নৃত্য বিস্তার

উদ্দামস্মরকেলি সঙ্গরভরে কামং বনান্তঃস্থলে
কৃষ্ণেনাঙ্কিত পীন পর্ব্বতকুচদ্বন্দ্বাং নখৈরস্ত্রকৈঃ।
কন্দর্পেণ তথা মদোদ্ধরমহো তং বিদ্ধ মাকুর্ব্বতীং
দূরে স্বালিকুলৈঃ কৃতাশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৫॥
মিত্রাণাং নিকরৈ র্ধৃতেন হরিণাস্বৈরং গিরীন্দ্রান্তিকে
শুল্কাদানমিষেণ বর্ত্মনি হঠাদ্দম্ভেন রুদ্ধাঞ্চলাং।
সার্দ্ধং স্মের সখীভিরুদ্ধুর গিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুষা
ভ্রূদর্পৈবিলসচ্চকোরনয়নাং রাধাং কদাহং ভজে ।৬॥
পারাবার বিহার কৌতুক মনঃপূরেণ কংসারিণা
স্ফারে মানস জাহ্নবী জলভরে তটাং সমুত্থাপিতাং।
জীর্ণানৌ র্মম চেৎ স্খলেদিতি মিষাচ্ছায়া দ্বিতীয়া মুদা
পারে খণ্ডিত কঞ্চুলিং ধৃত কুচাং রাধাঃ কদাহং ভজে ॥৭॥
উল্লাসৈর্জ্জলকেলিলোলুপ মনঃপুরে নিদাঘোদ্গমে
ক্ষ্বেলীলম্পটমানসাভিরভিতঃ সায়ং সখীভির্বৃতাং।

করিতেছেন, সেই শ্রীরাধার পরিচর্যা। আমি কবে করিব ? ॥৪॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনে উদ্দাম কন্দর্পযুদ্ধে নখাস্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সুবিশাল শৈলতুল্য কুচদ্বয়কে চিহ্নিত করিলে, যিনি তাঁহারই ন্যায় দর্প করিয়া মদোন্মত্ত তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন, এবং সখীগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া যাঁহাকে আশিষ প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীরাধার পরিচর্য্যা কবে করিব ॥৫॥

গোবর্দ্ধনের নিকট পথিমধ্যে কর-গ্রহণের ছলে সুবলাদি সখাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র দর্পের সহিত সহসা যাঁহার বসনাঞ্চল ধারণ করায় যিনি হাস্যমুখী সখিগণের সহিত ভঙ্গী সহকারে তাঁহার প্রতি উদ্ধত বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিতেছেন, এবং তৎকালে ভ্রূক্ষেপ বশতঃ যাঁহার চকোর সদৃশ নয়ন যুগল চঞ্চল হইতেছে, সেই শ্রীরাধার পরিচর্যা আমি কবে করিব ? ॥৬॥

বিস্তৃত মানসগঙ্গার জলে পারাবার-বিহারাভিলাষে কৌতুহলাক্রান্ত চিত্ত হইয়া, কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে পার করিবার নিমিত্ত একাকিনী নৌকায় উত্তোলন করিয়া ছলপূর্ব্বক "আমার জীর্ণ হইয়াছে, যদি নিমজ্জিত হয়" এই কথা বলায়, যিনি ভীতা হইয়া কঞ্চুলিকা অর্থাৎ কাঞ্চুলি উন্মোলন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বক্ষঃস্থলে হস্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকার ভজন

গোবিন্দং সরসি প্রিয়েঽত্র সলিল ক্রীড়াবিদগ্ধং কণৈঃ
সিঞ্চন্তীং জলযন্ত্রকেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৮॥
বাসন্তী কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্য বিস্তারিণা
স্বেনালঙ্কৃতি সঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটম্।
সোৎকম্পং পুলকোদ্গমৈর্মুরভিদা দ্রাগ্ ভূষিতাঙ্গী ক্রমৈ
র্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৯॥
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়ামুররিপোর্যা হন্ত ! যস্যা অপি
স্বীয় প্রাণপরার্দ্ধতোঽপি দয়িতাস্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জ্বালকীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গশিরোঽগ্রভূষণ মণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥১০॥
উৎকণ্ঠাদশকস্তবেন নিতরাং নব্যৈর্নদিব্যৈঃ স্বরৈ
র্বৃন্দারণ্যমহেন্দ্রপট্টমহিষীং য স্তৌতি সম্যক্ সুধীঃ।
তস্মৈ প্রাণসমাগুণানুরসনাৎ সঞ্জাতহর্ষোৎসবৈঃ
কৃষ্ণোঽনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি ॥১১॥

ইতি শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামি রচিতং শ্রীউৎকণ্ঠাদশকম্ সম্পূর্ণম্।

কবে করিব ? ॥৭॥

স্বীয় জলকেলি লোলুপ চিত্তের বাসনা পূরণার্থ, গ্রীষ্মারম্ভে সায়ং কালে ক্রীড়াকৌতুকাভিলাষিণী সখীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে জলযন্ত্র দ্বারা জলকেলি বিশারদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জলকণা সমূহ সেচন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধার ভজন আমি কবে করিব ? ॥৮॥

পুলকায়িত কলেবর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কম্পান্বিত হস্তে সর্ব্বত্র সৌরভ-বিস্তারকারী বসন্ত কালীন কুসুমাবলী ও স্বনির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কারসমূহে সত্বর সুসজ্জিত হইয়া আনন্দাশ্রু প্লাবিতা ও পরম পুলকিতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব ? ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সমূহ হইতেও যিনি সমধিক প্রিয়া, অথচ কি আশ্চর্য্য ! সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃকণা যাঁহার স্বীয় কোটী কোটী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, যাঁহার কীর্ত্তিরাশি অতীব উজ্জ্বল ও ত্রিজগতে সুবিস্তীর্ণ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীবর্গের মস্তকস্থিত অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণমণি-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ধন্যতমা সেই শ্রীরাধার পরিচর্য্যা আমি কবে করিব ॥১০॥

সম্যক্ সদ্‌বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া যে ব্যক্তি উত্তম স্বরে এই অভিনব উৎকণ্ঠা দশক স্তোত্রদ্বারা বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী শ্রীরাধার অতিশয় স্তব করেন, সেই স্তবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাণসমা শ্রীরাধার গুণাস্বাদন করতঃ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র শ্রীরাধিকার সেবারূপ অমূল্য অভীষ্টরত্ন প্রদান করেন ॥১১

ইতি উৎকণ্ঠাদশকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী

দেহার্ব্বুদানি ভগবন্! যুগপৎ প্রযচ্ছ বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ! গুণার্ব্বুদানি॥
কিমাত্মনা যত্র ন দেহ কোটেয়া দেহেন কিং যত্র ন বক্ত্র কোট্যঃ।
বক্ত্রেণ কিং যত্র ন কোটি জিহ্বাঃ কিং জিহ্বয়া যত্র ন নাম কোট্যঃ ॥২॥
আত্মাস্তু নিত্যং শতদেহবর্ত্তী দেহস্তু নাথাস্তু সহস্র বক্ত্রঃ।
বক্ত্রং সদা রাজতু লক্ষ জিহ্বং গৃহ্ণাতু জিহ্বা তব নাম কোটিং ॥৩॥
যদা যদা মাধব! যত্র যত্র গায়ন্তি যে যে তব নাম লীলাঃ।
তত্রৈব কর্ণাযুতধার্য্যমাণা স্তাস্তে সুধা নিত্যমহং ধয়ানি ॥৪॥

ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমাকে এককালে অর্ব্বুদ সংখ্যক দেহ, প্রতি দেহে অর্ব্বুদ বদন, প্রতি বদনে অর্ব্বুদ জিহ্বা প্রদান কর, আর হে প্রভো! সেই অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ জিহ্বায় তোমার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গুণরাশি কীর্ত্তিত হউক ॥১॥

হে প্রভো! যে আত্মার কোটি দেহ নাই, সেই আত্মায় কি প্রয়োজন? যে দেহে কোটি বদন নাই, সেই দেহে কি প্রয়োজন? যে বদনে কোটী জিহ্বা নাই সে বদনের কি ফল? যে জিহ্বায় তোমার কোটী নাম উচ্চারিত না হয়, সেই জিহ্বায় কি প্রয়োজন? অতএব, হে প্রভো! প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে এই সমস্ত প্রদান কর ॥২॥

হে নাথ! আমার আত্মার শত শত দেহ হউক, প্রত্যেক দেহে সহস্র মুখ হউক, প্রত্যেক মুখে লক্ষ জিহ্বা হউক এবং প্রত্যেক জিহ্বা তোমার কোটি নাম কীর্ত্তন করুক ॥৩॥

হে মাধব! হে রাধাকান্ত! তোমার ভক্তগণ যখনই যেখানে তোমার নাম লীলা কীর্ত্তন করেন, তখনই যেন সেই স্থানে আমি অযুত কর্ণে সেই

কর্ণাযুতস্যৈব ভবন্তু লক্ষকোট্যো রসজ্ঞাভগবংস্তদৈব।
যেনৈব লীলাঃ শৃণুবানি নিত্যং তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে ॥৫॥
কর্ণাযুতস্যেক্ষণ কোটিরস্যাহৃৎকোটিরস্যা রসনার্ব্বুদং স্তাৎ
শ্রুত্বৈব দৃষ্টা তব রূপসিন্ধুমালিঙ্গ্য মাধুর্য্যমহো ধয়ানি ॥৬॥
নেত্রার্ব্বুদস্যৈব ভবন্তু কর্ণনাসারসজ্ঞা হৃদয়ার্ব্বুদম্বা।
সৌন্দর্য্য সৌশ্বর্য্য সুগন্ধপুরমাধুর্য্য সংশ্লেষ রসানুভূত্যৈ ॥৭॥
তৎপার্শ্বগত্যৈ পদকোটিরস্তু সেবাং বিধাতুং মম হস্ত কোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং স্তাদপি বুদ্ধি কোটি রেতান্ মে ভগবন্! প্রযচ্ছ ॥৮॥

ইতি শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুর বিরচিত স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী সমাপ্তম্ ॥

কীর্ত্তন-সুধা অবিরত পান করিতে পারি ॥৪॥

হে প্রভো! যখন ঐ কর্ণদ্বারা তোমার নাম ও গুণাবলী কীর্ত্তনামৃত পান করিব, তখন সেই কর্ণসমূহে লক্ষকোটী রসনা হউক, তাহা হইলে সেই রসনায় তোমার সুমধুর নাম ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া পরম-সুখসাগরে নিমগ্ন হইতে পারিব ॥৫॥

হে নাথ! অযুত কর্ণের কোটি নয়ন হউক, কোটী নয়নের কোটি হৃদয় হউক, কোটি হৃদয়ের অর্ব্বুদ রসনা হউক, আর সেই অযুত কর্ণে আমি তোমার অপরূপ রূপসাগরের কথা শ্রবণ করি, কোটি কোটি নেত্রে ঐ রূপ দর্শন করি, কোটি কোটি হৃদয়ে উহা স্পর্শ করি এবং অর্ব্বুদ জিহ্বায় উহার মাধুর্য্য পান করি ॥৬॥

হে প্রভো! তোমার সৌন্দর্য্যামৃত পান করিবার নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ নয়ন হউক, তোমার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণার্থ আমার অর্ব্বুদ কর্ণ হউক, তোমার শ্রীঅঙ্গের সৌরভ গ্রহণের নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ নাসিকা হউক, তোমার রূপ-গুণাদির মাধুর্য্যাস্বাদনের নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ রসনা হউক এবং তোমাকে স্পর্শ করিবার জন্য আমার অর্ব্বুদ হৃদয় হউক ॥৭॥

হে ভগবন্! আমাকে এই বর প্রদান কর, তোমার সমীপে গমন করিবার নিমিত্ত আমার কোটি পদ হউক, তোমার সেবা করিবার নিমিত্ত আমার কোটি হস্ত হউক, এবং সেই সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে করিবার নিমিত্ত শিক্ষা প্রদান করিতে আমার কোটি বুদ্ধি হউক ॥৮॥

ইতি শ্রীঅনুরাগবল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত।

* শ্রীশ্রীগদাধর গৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্ *

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী সম্পাদিতা লোচন লোভনীয়া গ্রন্থাবলী—

হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ :—

প্রকাশিত গ্রন্থরত্ন	প্রকাশন সহায়তা
১। বেদান্ত দর্শন (ভাগবত ভাষ্য সানুবাদ)	২০.০০
২। শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী	০.৫০
৩। শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা	৪.০০
৪। শ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন পদ্ধতি	৩.৫০
৫। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা	২.০০
৬। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত (মূল, টীকা, অনুবাদ সহ চতুর্থ সর্গান্ত)	৫.৫০
৭। ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী (মূল, অনুবাদ)	১.৫০
৮। সংকল্প কল্পদ্রুম (সটীক, সানুবাদ)	২.০০
৯। চতুঃশ্লোকী ভাষ্য (মূল অনুবাদ)	৩.০০
১০। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত (মূল, অনুবাদ)	
১১। শ্রীপ্রেম সম্পুট (মূল, টীকা, অনুবাদ)	৪.০০
১২। ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয় (মূল, অনুবাদ)	৩.৭৫
১৩। ব্রজরীতি চিন্তামণি (মূল, টীকা অনুবাদ)	৪.০০
১৪। শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনম্	১.৫০
১৫। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ	৫.০০
১৬। হরিভক্তিতত্ত্বসার সংগ্রহ	১২.০০
১৭। শ্রুতিস্তুতি ব্যাখ্যা	১৪.০০
১৮। শ্রীহরেকৃষ্ণমহামন্ত্র	০.৪০
১৯। ধর্মসংগ্রহ	৩.৭৫
২০। শ্রীচৈতন্যসূক্তি সুধাকর	৪.০০
২১। সনৎকুমার সংহিতা	২.৫০
২২। শ্রীনামামৃত সমুদ্র	০.৬০

২৩। রাসপ্রবন্ধ (সানুবাদ)	৩.০০
২৪। দিনচন্দ্রিকা (সানুবাদ)	২.০০
২৫। স্বকীয়াত্বনিরাস পরকীয়াত্ব প্রতিপাদন	১৪.০০
২৬। সাধন দীপিকা	১০.০০

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ :—

২৭। শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা (পয়ার)	৪.৫০
২৮। ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয় (সানুবাদ)	৩.০০
২৯। শ্রীরাধারসসুধানিধি (মূল,)	১.৭৫
৩০। ভক্তি সর্বস্ব	৫.০০
৩১। শ্রীরাধারসসুধানিধি (সানুবাদ)	৫.০০
৩২। মনঃশিক্ষা	৩.৫০

প্রকাশনরত গ্রন্থরত্ন :—

১। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত (৫-২৩ সর্গ) ২। দশশ্লোকী ভাষ্যম্,